দেবী মাহাত্ম্য।

(শুম্ভ নিশুম্ভ বধ নাটক)

শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বি, এ

লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

শ্রীমতী অমরবালা দেবী

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীসতীশকুমার ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত।

২৪ নং বলরাম বসু ঘাট রোড, ভবানীপুর,

কলিকাতা।

[মূল্য আট আনা মাত্র।

ভূমিকা।

আজকাল বিলাতী সস্তাদরের এসেন্সে যেরূপ বাজার ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে, সেইরূপ বিলাতের আমদানি স্থলভ-মূল্য প্রেম-কাহিনীতেও বাঙ্গালা সাহিত্য কতকটা ভরপূর। লোকের রুচি এখন খুব খেলো জিনিষের উপর; মুহূর্ত্তের হাসি, দুই ফোঁটা চোখের জল, একটুখানি কর-স্পর্শ—আজকাল প্রেমের নামে বিকাইতেছে। আমাদের অন্তঃপুরের মহিলারাও এই খেলো প্রেম-সাহিত্যের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন।

এহেন দিনে শ্রীমতী অমরবালা দেবী তাঁহার "দেবীমাহাত্ম্য" (শুম্ভ নিশুম্ভ বধ) নাটক লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। নিতান্ত একঘেয়ে উপন্যাস ও নবন্যাসের রাজ্যে তাঁহার এই গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণায় মনে হইয়াছিল এ জিনিষটা ঠিক এই যুগের উপযোগী হইবে কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। অতি ছোট ছোট বন্য ফুলের চারার কাছে, যদি হিমালয়ের একটি শিলাখণ্ড ভাসিয়া আসে—তবে তাহা যেরূপ কতকটা অদ্ভুত মনে হয়—এও বুঝি সেইরূপ।

কিন্তু বইখানি পড়িয়া ইহার পক্ষপাতী না হইয়া পারিলাম না! গ্রন্থ-লেখিকার শিক্ষা দীক্ষা সামান্য নহে, ইঁহার শব্দের উপর অধিকারও অসামান্য। তিনি যেখানে গঙ্গাস্তোত্র রচনা

করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার চল-চঞ্চল ভাষা সংস্কৃতের ঝঙ্কার ও শব্দ-সম্পদ আনয়ন করিয়াছে, যেখানে ভূতের নৃত্য ও প্রেম-সঙ্গীত রচনা কারয়াছেন, সেখানে আমাদের লৌকিক ভাষার এরূপ স্বচ্ছন্দগতি ও হট্ট-কোলাহলের দ্রুত ছন্দ দেখাইয়াছেন, যে তাহাতে আমাদের বাঙ্গলা যে কত বিচিত্র রূপশালিনী, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। কখনও কখনও, যুদ্ধের বর্ণনায় মহা-মায়ার বিরাট মূর্ত্তি দার্শনিকের ভাষা আশ্রয় করিয়া মহীয়সী হইয়াছে। এই লেখিকার ভাষা অবাধগতি, মনের ভাব বুঝাইতে বিশেষরূপ শক্তিশালিনী—কখনও চপল, কখনও উদ্দণ্ড, কখনও দর্শন ব্যাখ্যায় নিগূঢ় সম্পদ্‌ময়ী, কখন হাস্যোচ্ছ্বাসে তরল।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী রচিত হইয়াছিল খৃষ্টীয় প্রথম কি দ্বিতীয় শতাব্দীতে! সুরথরাজা ছিলেন চৈত্রবংশীয়, আমরা উড়িষ্যা রাজ্যে খারবেলের যে খোদিত লিপি পাইয়াছি, তাহাতে দৃষ্ট হয় যে, উক্ত রাজা খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক, ইনিও চৈত্রবংশীয় ছিলেন। চণ্ডীতে মৌর্য্যদের উল্লেখ আছে এবং তাঁহাদিগকে দস্যুপতির সহচর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মৌর্য্য অধি-কারের পর পুষ্যামিত্র হিন্দুধর্ম্মের বিজয়-পতকা পুনরায় ভারতে প্রোথিত করিয়াছিলেন। হিন্দুরাজগণ মৌর্য্যাধিকারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহিষার্দ্দিতা দেবতাদের ন্যায় তাঁহারা স্বাধিকারবিচ্যুত হইয়া ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন। এই সময় হিন্দুরাজন্যবর্গের সমবেত শক্তিতে বৌদ্ধপ্রভাব বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। চণ্ডীতে এই রাজনৈাতক বিজয়গাথা ঘোষিত

হইয়াছে। তিল তিল করিয়া ত্রিজগৎ হইতে রূপ আহরণ করিয়া যেরূপ তিলোত্তমা গঠিত হইয়াছিল, বিচিত্র রাজ-শক্তির ঐক্য-সাধনায় হিন্দুর বিজয়শ্রী সেইরূপ ফিরিয়া আসিয়াছিল। চণ্ডীমূর্ত্তি এই বিরাট ঐক্য-সংবদ্ধ সমবেত হিন্দুশক্তির পরিকল্পনা, তৎসঙ্গে এই মূর্ত্তি বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বের অমৃতে অভিষিক্ত।

বিশাল নদী যেরূপ অপ্রমেয় সমুদ্রে মিশিয়া যায় এই চণ্ডীর রাজনৈতিক স্রোতঃ সেইরূপ বিশাল বেদান্ততত্ত্বে মিশিয়া গিয়াছে। যিনি একযুগে সময়ের উপযোগী যুগ-ধর্ম্ম পালন করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি যে শুধু এক যুগের নহেন, সর্ব্বযুগের,—শুধু সমর-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাত্রী নহেন, সনাতন ধর্ম্মের অবলম্বন,—একমাত্র মহিষ-মর্দ্দিত দেবগণের আশ্রয় নহেন, সর্ব্বভূতের মাতৃরূপিণী, চণ্ডী তাহাই প্রদর্শন করিয়া একটা খণ্ড-যুগের ব্যাপার লইয়া, অনন্তকালের জন্য অমর আলেখ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

অমরবালা দেবী এই কাব্যের একাংশ লইয়া, তাহা আবার নূতন আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দেখাইয়াছেন। বহিশ্চক্ষুর আকর্ষণ দ্বারা অবিদ্যারূপিণী প্রকৃতি যখন বহিরিন্দ্রিয়ের লোভ উদ্রেক করেন—তখন মানুষ নিজের ধ্বংস বুঝিতে পারে না। সেই প্রকৃতি 'মায়া'-রূপ ধরিয়া নিরবধি মানবকে মৃত্যুর কবলে লইয়া যান,—মানবের লোভ ও ইন্দ্রিয় লালসা যত বাড়িতে থাকে তাহার বিনাশের জন্য শাণিত খড়্গও ততই শক্তিশালী হইয়া উঠে। সেই প্রকৃতিকে যিনি "মা" বলিয়া

প্রণাম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার চক্ষে সংহার-রূপিণী মাতাই বরাভয়-প্রদায়িনী হইয়া সমস্ত মায়াপাশচ্ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার শুভ্র-রুচি সুন্দর নির্ম্মল হাঁসিতে দর্শন দেন।

যদিও এই নাটকখানি অসুর-যুদ্ধের বিষয় লইয়া লিখিত হইয়াছে, সে অসুর সত্যযুগের অসুর নহে, তাহা সর্ব্বকালের অসুর,—তাহা বহির্মুখী মানব মন। তাহার সহস্র ইন্দ্রিয়ের তাড়না,—তাহাকে সহস্র-প্রহরণময়ী ধ্বংসকারিণীর সম্মুখে অবিরত আনয়ন করিতেছে। এই তত্ত্বের সঙ্গে ভাগবত দর্শনের সমাবেশ হইয়া পুস্তকখানি আরও উপাদেয় হইয়াছে, কিন্তু কয়েকটি জায়গায় এই সকল তত্ত্ব একটু জটিল হইয়া কাব্যাংশের কিছু হানিকারক হইয়াছে।

কলিকাতা
৩রা আষাঢ়, ১৩৩১

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

নাট্যোক্ত-ব্যক্তিগণ।—

পুরুষগণ।—

মার্কণ্ডেয় ঋষি
ব্রহ্মা
বিষ্ণু
মহেশ্বর
ইন্দ্র
বরুণ
কুবের
দেবর্ষি নারদ
দৈত্যরাজ-শুম্ভ
শুম্ভ-ভ্রাতা নিশুম্ভ
দৈত্যবীর চণ্ড
„ মুণ্ড
„ রক্তবীজ
„ ধূম্রলোচন
ব্রাহ্মণগণ
ভিক্ষুক
সৈন্যগণ
হিন্দুস্থানিগণ
উড়িয়াগণ
পাইকদ্বয়
ভুত, প্রেত ও পিশাচগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।—

মহামায়া
জয়া
বিজয়া
ডাকিনী ও যোগিনীগণ
ব্রাহ্মণীগণ
বঙ্গ নারীগণ
হিন্দুস্থানী রমণীগণ ইত্যাদি।

দেবী-মাহাত্ম্য

[শুম্ভ নিশুম্ভ বধ]

প্রথম অঙ্ক

থম গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—কৈলাস]

[শিলাসনে হর-পার্ব্বতী উপবিষ্ট , সখীগণের নৃত্য ও গীত]

গীত

ভাঙ খেয়ে—বাবা বিভোর হয়েছে।
ত্রিনয়ন ঢুলু ঢুলু—সর্ব্ব অঙ্গে ভস্ম মেখেছে॥
ত্যজি যোগ যোগেশ্বরী,—মহামায়া মহেশ্বরী,
এলোকেশে অবশ হয়ে—বামে বসেছে।
রঙ্গের রঙ্গিনী—ডাকিনী যোগিনী,
—লয়ে সঙ্গে সদা খেলিছে।
রজত-ভূধর—কনক-কিরণে
আহা কিবা—শোভা ধরেছে॥

[বীণা যোগে গাহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ]

গীত

ভূত-ভাবন গঙ্গাধর—রজত-বরণ ত্রিশূলধারী।
বাঘাম্বর-ধারণ,—ফণি-মণি-ভূষণ,
বিভূতি-লেপন-অঙ্গ—শ্মশান-চারী।
মহা-যোগেশ্বর, জগদ্-ঈশ্বর—ঈশান, বিষাণ-নিনাদকারী,
ধূর্জ্জটি! চন্দ্রমৌলি! শিবশঙ্কর!
ভূত-পালন, ভোলা-মহেশ্বর – বিশ্বেশ্বর ত্রিপুরারি॥

মহাদেব। (ভগবতীর প্রতি) মহামায়া, দেখ দেখ, ভক্ত-চূড়ামণি নারদ এসেছে। (নারদের প্রতি) এস, নারদ, এস, সব ভাল'ত?

নারদ। আর—মামা! তোমার তিন্ তিনটা চোখ থাকৃতেও কিছুই ত দেখ্‌তে চাও না—সদাই বিভোর! আনন্দে নিজেই ডুবে আছ—আমার মত একটা ভবঘুরে তোমার চোখেই বা প'ড়বে কেন, মনেই বা ধ'রবে কেন। তাই ভাবলুম আমিত ভবঘুরে আছিই,—যাই, একবার মামা মামীর চরণ দর্শন ক'রে আসি।

ভগবতী। (সহাস্যে) তা বাছা বেশ ক'রেছ। এস, একে ত তোমার মামা বুড়—বয়সের ত অন্ত নেই—তায় ভাঙ খেয়ে সদাই ভোঁ হয়ে থাকেন; তিনি আর খবর নেবেন কখন বল? আর আমার কথা যদি বল,—আমি ভোলানাথকে ফেলে ত এক তিলও কোথাও যেতে

পারি না,—যে কাহারও দ্বারা খবর নিই। তা বাবা, বেশ ক'রেছ এসেছ। ব'স, বাছা—ত্রিভুবন ত ঘুরে বেড়াচ্ছ, জগতের মঙ্গল ত ?

নারদ। দেখ, মামা! মামী আমার পাহাড়ে মেয়ে!—পাছে বাপের নিন্দে হয়, তাই কথাগুলি বেশ দোরস্ত ক'রেছেন যাহ'ক!

মহাদেব। ভগবতি! সদানন্দ দেবর্ষি নারদ,
—কেন হেরি তারে
হেন—নিরানন্দ আজি ?

ভগবতী। কেন, বৎস!—কেন ম্রিয়মান ?
অতি প্রিয় লীলাক্ষেত্র—মর্ত্ত্যভূমি মম,
—অমঙ্গল ঘটেছে কি তায় ?
কি কারণ—
সবিশেষ বিবরণ কহ প্রকাশিয়া।

নারদ। মা মঙ্গলময়ি! জগদ্ধাত্রি!
কোন্ গুণে লোকে তোরে বলে দয়াময়ী ?
অবিদ্যা-প্রভাবে তোর,—দৈত্য প্রাদুর্ভাব।
ব্যথা পায়—নিত্য—কত শত ভক্তপ্রাণ।
'মা' 'মা'! বলে সকাতরে ডাকে ঊর্দ্ধমুখে,
—পাষাণী পাষাণ-সম রয়েছ অন্তরে!
যাগ-যজ্ঞ-ধর্ম্ম নাশ!—নিষ্ঠুর-পীড়ন!

দানব-প্রকৃতি নাচে—উন্মাদ আকারে।
সে তাপে তাপিত ধরা,—ব্যথিত নিয়ত ;
—জেনে শুনে প্রবঞ্চনা নারদের সনে!

ভগবতী। নারদ! আমি কি কর্‌বো বল, লোকে আমাকেই দোষ দেয় ; বলে—এই বেটীই যত নষ্টের মূল।

কিন্তু—মনে করহ বিচার,
সকলের মূল—প্রভু 'গুণের' আধার ;
—আমি মাত্র, 'নিমিত্ত' সংসারে।

তা বাছা রাগ কর কেন? তুমি জগদ্-বাসীকে দেবাদিদেব, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র হেতু, ভগবান বিশ্বনাথের পূজা ক'রতে বল।—জগৎ আবার শান্তির রাজ্য হ'বে।

নারদ। (স্বগত) আহা! প্রাণ জুড়িয়ে গেল আর কি! আকণ্ঠ বিষপূর্ণ—আর বলেন কিনা, অমৃত পান করাও। আমি ত ভগবান নই,—লোকে আমাকে 'ভক্ত' নারদ বলে বটে। আমার কি সাধ্য—যে আমি অবিদ্যা নাশ করি! ঐ জন্যই বলে—

যার কাজ,—তারে সাজে।
—অন্যের পক্ষে লাঠি বাজে।

আচ্ছা দাঁড়াও,—আমিও তোমায় সহজে ছাড়্‌ছি না।

(প্রকাশ্যে) আদ্যাশক্তি! বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়িনি!

মায়াময়ি! নারদের সনে
তোর—সাজে না ছলনা।

ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করি নাম জগন্মাতা,
যদি কষ্ট পায়—তোর জগত-সন্তান,
—মুক্তকণ্ঠে করিব প্রচার,
হ'লে কণ্ঠাগত প্রাণ ;
—'মা' 'মা' ব'লে আর তোরে,
না ডাকিবে কেহ। [নারদের প্রস্থান

মহাদেব। ভগবতি !
অভিমানে গেল চলি ব্রহ্মার নন্দন !
স্নেহ সম্বোধন করি ফিরাও নারদে।

ভগবতী। ফিরিবে না দেব-ঋষি !
জগৎ কাতর এবে দৈত্যের প্রভাবে।
ভক্তপ্রাণ—করুণায় হয়েছে ব্যথিত।
তেঁই, প্রভু, আসিয়া হেথায়,
অতুল-বৈভব তব যুগল চরণ;
করি দরশন—
মধুময় হরিনাম—ঝঙ্কারি বীণায়
করিয়াছে নারদ প্রস্থান।
চল দেব,—চল করি মর্ত্যে আগমন,
নারদের অভিমান হবে পরাজয়।

মহাদেব। দেবি !—মম হৃদি-বিলাসিনি !
—এ কি কথা শুনি আজি,
শ্রীমুখে তোমার ?

কোন্ লীলা,—লীলাময়ি, করিছ কল্পনা,
ভয় হয় সতী-লীলা স্মরণে তোমার।
সভয়ে,—অভয় দান কর মহামায়া।

ভগবতী। দেব, কি হেতু আশঙ্কা এত ?
চরণে আশ্রিত দাসী, ওহে বিশ্বনাথ,
করুণা কটাক্ষপাত—কর বিশ্বপতি,
কাতরে শরণাগত বিশ্ববাসিগণ—
সঘনে ডাকিছে। ভক্তে, রাখ রাঙ্গা পায়,
চল নাথ !—যাই দোঁহে, চল মর-মাঝে।

মহাদেব। চল দেবি, ইচ্ছাময়ি !
ইচ্ছায় তোমার—
অবশ্য হইবে, ভক্ত-অভীষ্ট পূরণ।

[ভগবতী ও মহাদেবের প্রস্থান।

[যোগিনী ও ডাকিনীগণের বিকট নৃত্য ও গীত]

গীত

নেচে নেচে—আয়লো রঙ্গিনী ;
যে ভাবের, যখন খেলা—আমরা তার সঙ্গিণী।
হাড়ের মালার—গলায় পর্‌বো হার,
হা হা হা, হি হি হি, হবে কি বাহার !
নর-করে বসন পরে—মা হবে উলঙ্গিনী ॥
—শূলে শূলে বাজ্‌বে ঝমা ঝম্,
লড়াই চল্‌বে—রমা রম্,
হানা হানি—কাটা কাটি—রঙ্গের রঙ্গিনী ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

[দৃশ্য—কুসুম কানন]

[শ্যামাঙ্গী কৌমারীবেশে মহামায়া, জয়া ও বিজয়া
সখীদ্বয়ের প্রবেশ]

গীত

বিশ্বনাথ, হর দিগম্বর,—ভোলা মহেশ্বর, জগত-পতি ।
বিভূতি-ভূষণ—হাড়মাল-শোভিত
লম্বিত জটাজাল—দয়ার পয়োধি ॥
রজত-বরণ—জগত-কারণ,
পাতকী-তারণ,—আশ্রিত-পালন,
জীব-ভাব-ধারণ—শরণাগত-গতি ।
স্বয়ম্ভু, শম্ভু—জীবজ-অম্বু
অর্দ্ধ-চন্দ্র-ভাল-রঞ্জিত ভাতি ॥

[শুম্ভ ও নিশুম্ভের প্রবেশ]

শুম্ভ । আহা মরি মরি—কে এ রমণী !
ভুবনমোহিনী,—এলায়িত-কেশ,
মেঘাবৃত পূর্ণশশী প্রায় !
নবীন যৌবন,—মন-প্রাণ মুগ্ধকারী

স্ফুরন্ত অধর, সুধার আগার,
পান আশে মত্ত মন,—ভৃঙ্গ সম ধায় ;
বিকচ কোরক-যুগ্ম, বক্ষঃস্থল-শোভা।
অতি তুচ্ছ আমি,
—মুনি-মনোলোভা।
অপাঙ্গ-শোভিত, মরি !
—কেবা শ্যামাঙ্গিনী
নীল-নলিনী-সম—কুসুম কাননে।
ভজিলে আমায়,
—রাজ্য-ধন সমর্পিব পায়
দাস হয়ে রব বাঁধা,—চির দিন তরে।

নিশুম্ভ। মণিময় আভরণে সজ্জিত তরুণী
হেম-জড়িত—যথা মরকত মণি ;
হবে বুঝি কোন রাজার নন্দিনী।
প্রের দূত,—লহ সমাচার :
প্রদানিয়া পরিচয়,—অভীষ্ট জানাও।

শুম্ভ। (স্বগত) কে রাজা,
যাহার নন্দিনী এই !
—কোথা তার ছার অধিকার !
মোর সম রাজা—কে বা আছে এ ধরায়,
ধন জন পরাক্রম প্রবল প্রতাপ !
এহেন ঐশ্বর্য্য—কোথা পাবে আর।

—অবশ্য ভজিবে বালা, পেয়ে পরিচয় ;
(প্রকাশ্যে) চল, যাই ।—দূত মুখে লইব সন্ধান !

[উভয়ের প্রস্থান ।

ভগবতী। জয়া ! মহারাজ শুম্ভ আমার দর্শনলাভে বড়ই মুগ্ধ হ'য়েছেন,—নয় ? আমায় দাসীপদে নিযুক্ত ক'র্‌বার মানসে অচিরে দূত প্রেরণ ক'র্‌বেন ।

জয়া। মা ! ত্রিভুবন যাঁর ভুবন-মোহিনী রূপে মুগ্ধ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যাঁর বিশ্ব-বিজয়িনী মায়ায় দিক্‌হারা,—অতি ক্ষুদ্র দৈত্যরাজ, বল কি করিবে ?

ভগবতী। দেখ্‌ছিস্ বিজয়া ! জয়া আমার কথা ধ'র্‌তে পারলে না ।

বিজয়া। ওরে জয়া ! তুই ত বড় বোকা ! শুম্ভ নিশুম্ভ যে মা'র প্রিয় ভক্ত। সেইজন্য মা কৃপা ক'রে দর্শন দিয়েছেন। আয়, আমরা একটু আমোদ করি ।

গীত

ভাল খেলা, খেল্‌বো এবার—আমরা সকলে ।
রূপের নেশা, লাগলে চোখে, ঘুচবে না—কোন কালে ॥
শ্মশানে—নাচ্‌বো তাথেই থেই,
মড়ার মাথায়—খেলবো ভাঁটা—কেমন মজা সেই ।
চক্ চকিয়ে রক্ত খাব,—বেয়ে পড়্‌বে দু'—গালে ॥

দূতের প্রবেশ।

দূত। (স্বগতঃ) বাঃ! বেড়ে! একেই বলে রাজা রাজ্ড়ার চোখ! এক নজরেই কেমন ধরেছে! এই কাল ছুঁড়ীটাকে যেন, দেখেছি দেখেছি কোথায়.—মনে ঠেকৃছে। তা নজব ত—হাজার হোক বলি, রাজাদের মতন ত নয়। কিন্তু যাহোক্ বাবা,—কালোর ভেতর এত আলো-করা রূপ যে হয়, তা—ইহ জন্মে কেন, বুঝি, জন্ম জন্মান্তরেও কখন দেখিনি। (প্রকাশ্যে) বলি, ওগো বাছারা! দূর ছাই—কি যে বলি,—বলি, শুন্ছো! এই আমাদের মহারাজ,—এই, এই, তোমায় দেখেছেন,—বুঝলে?

মহামায়া। হ্যাঁ।

দূত। (স্বগতঃ) হয়েছে! তাহ'লে দুদিকেই উচাটন। না হবে কেন!—অত বড় ঐশ্বর্য্যবান্ রাজা। আঃ, আর কথায় কাজ কি! (প্রকাশ্যে) ভাল, ভাল! আমি কে, জান?

মহামায়া। জানি বৈ কি।—মহারাজ শুম্ভের দূত।

দূত। বেশ, বেশ,—বেঁচে থাক বাবা। আমার কষ্ট পে'তে হবে না। (স্বগতঃ) রাজা ব্যাটা বলে কিনা—যদি আস্তে না চায়, চুলে ধরে আন্বি। হুঁ!—রাজা হলেই ত হয় না, বুদ্ধি গোঁজা; এখন এম্নি দাঁড়িয়েছে—সেধো ভাত খাবি? না,—হাত ধোব কোথা? হাঃ হাঃ। (প্রকাশ্যে) তা বাছা এই নাও (লিপি প্রদান) (স্বগতঃ উঃ! আগ্রহটা দেখ্ছ একবার!—যেন প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার লিপি গ্রহণ।

মহামায়া। দূত। কহ গিয়া রাজারে তোমার—
শক্তি-বলে—যেই জন পরাজিবে মোরে,
তাহারে বরিব আমি।
—এই মোর পণ।

দূত। (চমকিত হইয়া) ও কি কথা! ও কি বল্‌ছ গো। আমার খটকা লাগাচ্ছ কেন?—বুকটা যে দমে গেল, মা! বলি,—কি বল্লে? ভাল করে বল—বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

জয়া। খর অসি করে—সংগ্রাম ভিতরে—
যেই জন জিনিবে সমরে—
তাহারে বরিবে মাতা—পণ দৃঢ়তর।

দূত। অবাক্ কল্লি মা—তোরা! (মহামায়ার প্রতি) বলি হ্যাঁ গো! ইনি যা বল্লেন, তা'—সত্যি নাকি?

মহামায়া। অতি সত্য!—যুদ্ধ মোর পণ।

দূত। হাঃ, হাঃ, হাঃ,—হাঁসালে মা হাঁসালে! (বিজয়ার প্রতি) বলি—তুমি একটি কথা কও। চুপ্ ক'রে কেন?—তুমি কি বোবা?

বিজয়া। তোমার মতন অত কথা ত আমরা জানি না। আমাদের কথাও যা কাজও তাই। মার আদেশ মত কর্ম্ম করে থাকি।

দূত। বলি, আবার দেখ্‌ছি যে প্রাণে ধোঁকা দিলে! 'মা' 'মা' ব'ল্‌ছো,—আমি ত দেখ্‌ছি এক মাপের তিনটি!

—তবে উনি একটু চটকদার বেশী। একি তোমাদের পাতান মা?

বিজয়া। ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করি,—নাম জগন্মাতা,
জীবের জীবনী-শক্তি, মহাশক্তিরূপা,
'অনন্ত' আধার যাঁর।—মৃণাল কোরকে
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের উদ্ভব নিলয়।
অন্ত যাঁর নাহি পান—আপনি শ্রীকান্ত,
—জননী বলিয়া বক্ষে পিয়েছেন সুধা।
কৃষ্ণ-মাতা, বিশ্বমাতা, অনন্তরূপিণী,
—মহামায়া, স্নেহরূপা,—জননী মোদের।
মূর্খ তুমি,—লীলা তাঁর বুঝিবে কেমনে?

দূত। বাবা! কথাব ধুকুড়ী! আমি বলি কিনা—একদম বোবা। তা বলি, বাছা! তোমার কথার ভেতর আমি ত বুঝ্লুম কেবল "মুর্খ তুমি"—তা মুখ্যু মুখ্যুই সই! এখন তোমরা আমায় স্পষ্ট বল—মহারাজের আদেশ তোমাদের নিয়ে যেতে—যাবে তোমরা?—না একটা কেলেঙ্কারি ক'রবে?

মহামায়া। তুমি দূত!—যাহ ত্বরা
লইয়া সংবাদ। কহি সত্য পণ;
বিনা যুদ্ধে,—আমি তাঁর না হইব দাসী।

দূত। (স্বগতঃ) মরণ আর কি! চুল ধ'রে হিঁচুড়ে হিঁচুড়ে নিয়ে যেতুম,—তা রাজার যখন একে মনে ধরেছে,—তাইতে

চুল আর এখন ধর্‌ছি না - জানি কি। (প্রকাশ্যে) তবে সেই এক কথা,—লড়াই নিশ্চয়।

জয়া। নিশ্চয়ই।

দূত। (ভঙ্গিসহ) নিশ্চয়! আচ্ছা চল্লুম তবে; (স্বগতঃ জয়ার প্রতি) তো বেটীকে আগে ঘোড়াশালের বাঁদী ক'র্‌বো!

দূতের প্রস্থান।

ভগবতী। চল জয়া! যুদ্ধ লাগি হইব প্রস্তুত।

জয়া। বিজয়া, মার কত ভাবনা—দেখ্‌ছিস্ ভাই? চল মা!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

[দৃশ্য—রাজবাড়ী]

[সিংহাসনে শুম্ভ ও নিশুম্ভ উপবিষ্ট]

[পার্ষদ, দৈত্যগণ ও দূতের প্রবেশ]

দূত। জয় হোক্ মহারাজ। (স্বগতঃ) সংবাদ—যা, তা'ত একেবারেই জয়-যুক্ত নয়।

শুম্ভ। এস দূত,—সংবাদ কি?

দূত। (স্বগতঃ) বলি, কেমন করে। (নিম্নস্বরে) অস্তত্র চলুন।

শুম্ভ। (পার্ষদগণের প্রতি)

ক্ষণকাল অন্তরালে কর অবস্থান।

গভীর মন্ত্রণা মম আছে দূত সনে।

পার্ষদগণ। যথা আজ্ঞা মহারাজ। এস হে, এস।

[পার্ষদগণের প্রস্থান।

শুম্ভ। দূত দিয়াছ কি—পত্র খানি সে কোমল করে ?

কেমনে করিল পাঠ—দীন লিপি মোর ?

হর্ষ, কি বিষাদ ভাব, ভাতিল বদনে—

দেখেছ কি স্থির নেত্রে ?—মন স্থির করি ?

কি উত্তর দিয়াছে ললনা ?

পত্র ?—কিম্বা কহিল শ্রীমুখে ?

দূত। রাজন্! উথলা হবেন না। সে মেয়ে এক বিদ্‌ঘুটে পণ ক'রে ব'সে আছে। বলে,—আমি কি ক'র্‌বো, যখন পণ ক'রে ফেলেছি—তখন ত আর উপায় নাই।

শুম্ভ। কি বা পণ ?

—অবশ্য করিব পূর্ণ।

কহ সবিস্তারে।

দূত। অনেক ভাল কথা—মা, বাছা, কত বল্লুম,—কিন্তু সেই এক কথা! বল্লে,—যে আমায় যুদ্ধে জয় ক'রবে, তাকেই বরমাল্য দিব। তার দাসী হব।

শুম্ভ। (নিশুম্ভের প্রতি)

যুদ্ধ সাধ শুনে হাসি পায়।

বালিকা সুলভ বুঝি এই চপলতা !
—অনুমানে কিবা হয় ? কহ মহামতি !

নিশুম্ভ। যবে সখিদ্বয় সহ, কুসুম কাননে,
হেরিলাম মধ্য-ভাগে, কৌমারী ললনা,
—অদ্ভুত আশ্চর্য্য দৃশ্য—ভাতিল নয়নে,
জীবন-মরন-সহ 'চৈতন্যের' লীলা।
সুখ-দুঃখ দুই দ্বন্দ্ব—সদা সংমিশ্রণ,
পাপ-পুণ্য ভোগ সহ—জীবন জড়িত,
ত্যাগ-যোগ, এক সাথে,—ক্রম-বিনিময়,
—উচ্চ-নীচ কর্ম্ম—সদা রত কর্ম্মভুমে।
দুকুল প্লাবন,—তথা মধ্য-স্থির নীরা
অনন্ত বারিধি-খেলা।—তিন সমাবেশে
উত্তাল-তরঙ্গ-রঙ্গ।—লাগে চমৎকার ;
হাসি-কান্নাময়,—আহা ! 'মুগ্ধ' সমুদয়।
সহজ, কঠিন, কিবা—দুই পথ শোভে,
—মধ্যস্থলে, 'নির্ব্বিকার' শান্ত, 'নিরাময়'।
ধায় প্রাণ—সেই স্থানে করিতে গমন,
—রোধি পথ দাঁড়াইয়া 'করম' নিষ্ঠুর।
বহিছে কালের স্রোত,—সদা লক্ষ্য-হারা
অনন্ত পথের সনে।—'নিয়তি'-নিয়ত,
জল-বিম্ব সম—তাহে ভাসে জীবগণ,
ডুবে, উঠে,—'প্রকৃতির' নিয়ম অধীনে।

অসম্ভব নহে কিছু রাণাঙ্গনা-রণ।
'অযোনি-সম্ভবা'-জনে,—সকলি সম্ভবে।

দূত। (স্বগতঃ) হ'য়েছে, হয়েছে,—ঐ – ঐ রকম। সেই কাল ছুঁড়ীটেও ঐ রকম বক্ বক্ ক'রে বকেছিল। কথার মাথাও নেই, মুণ্ডুও নেই। (প্রকাশ্যে) যা'হোক মহারাজ, সাদা কথা,—বড় সুবিধে নয়—আন্দাজে বুঝ্‌লুম যে সোজা নয়। এখন হুজুরের অপর আদেশ দাসের শিরোধার্য্য।

শুম্ভ। আচ্ছা,—তুমি যেতে পার। সেনাপতি ধূম্রালোচন বীরকে এখানে প্রেরণ ক'রবে।

দূত। যথা আজ্ঞা মহারাজ। (স্বগতঃ) দৈত্যসেনাপতি ধূম্রলোচন বীরের ডাক! কুমারী মেয়ের সঙ্গে লড়াই! একটা বীর বটে। হাঃ! হাঃ!

[দূতের প্রস্থান।

শুম্ভ। অতি স্পর্দ্ধা—সামান্য নারীর।
—কণামাত্র মোর কৃপা যে রমণী পায়,
ত্যজি পিতা মাতা,
– আসি চরণে লুটায়,
বহু ভাগ্যবতী, ধন্য, মানি আপনারে।
ভাগ্যহীনা এ রমণী।
অথবা—রূপের দারুণ গৌরবে,
হিতাহিত লাভালাভ—পারেনি গণিতে।

মিনতি করিয়া, লিপি লিখি সযতনে,
রাজা হ'য়ে—যাচি প্রেম
ভিখারীর প্রায় !
উত্তরে—চাহিল রণ !
—কেশ আকর্ষণ করি আনিব নিশ্চয়।
চূর্ণ করি দম্ভ অভিমান !
—লুটাইব মোর পদতলে।

[ধূম্রলোচনের প্রবেশ]

ধূম্র। জয় হোক্ ! মহারাজ.
কি আদেশ,— এ দাসের প্রতি ?

শুম্ভ। যাহ ত্বরা কুসুম-কাননে—
নীল-নলিনীসমা—কৌমারী ললনা,
সখীদ্বয় সহ রঙ্গে—হেরিবে তথায়।
ঘনকৃষ্ণ—আগুলফ-লম্বিত কেশ-জাল ;
দম্ভ ভরে, করি আকর্ষণ,
— ত্বরায় আনহ হেথা।

ধূম্র। (স্বগতঃ) এ আবার কি ব্যাপার ! মহারাজ যখন কোন রমণীতে আসক্ত হন,—আহ্বান মাত্র সে উপস্থিত হয়। এ কেমন বিপরীত নারী ? যা হোক, আগে দেখি এ বেটী কে ! (প্রকাশ্যে)
মহারাজ !—অতি তুচ্ছ এ আদেশ।

ছলে ভুলাইয়া অবশ্য আনিবে দাস।
বল্ প্রকাশের—নাহি হবে প্রয়োজন,
কোন চিন্তা নাহি দৈত্যপতি,
এখনি আনিব তারে।

[ধূম্রলোচনের প্রস্থান

নিশুম্ভ। চল রাজা অন্তঃপুর মাঝে। অবশ্য আনিবে তারে ধূম্র মহাশূর !

শুম্ভ। চল। [উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

[দৃশ্য—গঙ্গা]

[স্নানার্থী পুরুষগণের গমনাগমন ও বঙ্গ-নারীগণের স্তোত্র গাহিতে গাহিতে প্রবেশ]

স্তোত্র

হরি পাদ-পদ্ম—বিহারিণী গঙ্গে,
ত্রিভুবন-তারিণী
ত্রিভুবন-পালনী
—ব্যাপিত ত্রিভুবন অঙ্গে,
গিরিরাজ নন্দিনী গঙ্গে।
মর্ত্ত্যে—'সুরধুনি'
স্বর্গে—'মন্দাকিনী'
পাতালে—'ভোগবতী' পুণ্যে,
গিরিরাজ নন্দিনী ধন্যে!
মকর—আসনা
শ্বেত—বরণা
শঙ্খ রতন—শোভিত অপাঙ্গে,
পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে।

কলুষ—নাশিণী
নরক—বারিনী
বন্দিতে সুর-নর—রঙ্গে
সাগর—গামিনী
ভীমা—তরঙ্গিণী
জয় ! জয় !—জাহ্নবী ধন্তে ।

রমণীগণ—মাগো ! নিস্তার-দায়িনী,
জন-পাপ-হারিণী
অন্তিমে শ্রীপদে—স্থান দিও জননী ।

[রমণীগণের কূলে উপবেশন

[গাহিতে গাহিতে অন্ধের প্রবেশ]

কাঙাল যদি না আসিত দুয়ারে,
—দাতা নাম কে, দিত গো তোমায়
ভক্ত ভগবান না হলে মিলন,
সংসারের শোভা—রহিত কোথায় ?
অনাথের নাথ—হরি দীনবন্ধু !
অনাথ করে'ছ—যাহারে,
ওগো ! তাদের ভরসা—ভক্তের হৃদয়ে—
—দয়াময়ের দয়া আকারে ।
না জানাতে দুঃখ,—ব্যাথা পাও, হরি !
রহিয়া—হৃদয়-মাঝারে,
ঢালিয়া দিয়াছ—দয়, ধর্ম্ম-বল
—ধন্য করেছ যাহারে ।

অন্ধ। ঠাকুর তাদের ভাল রাখ। মাগো তোদের অন্ধ সন্তানকে দয়া কর্ মা।—কাঙ্গালের ঠাকুর তোদের ছেলে বুড় সকলকে সুখে রাখ্‌বে।

১ম রমণী। তাই বল বাছা,—তাই বল। এই নাও, বাছা, (দান)।

অন্ধ। বাবা, অনাথের নাথ হরি, দয়া কর।

[অপর রমণীগণ একে একে 'এই নাও বাছা'—ভিক্ষা দান]

অন্ধ। কাঙ্গালের ঠাকুর—মায়েদের ছেলে বুড় সকলকে সুখে রাখ।

['কাঙ্গাল যদি না' গাহিতে গাহিতে অন্ধের প্রস্থান]

[খোট্টাদ্বয়ের প্রবেশ]

১ম খো। আয়ে মায়ী লোক। কাহে হিঁয়াপর আয়া, আপকো কোঠ্‌ঠিমে যাকে রহো। সড়ক্‌পর মাৎ আইয়ে।

রমণীগণ। কেন গো?

১ম পু। আরে—এ মুল্লুকমে একঠো খপ্‌সুরৎ ছোক্‌রী আয়া। শুম্ভ রাজাজীকা দোনো সর্দ্দার আদমী—এক ধুম্‌রিলোচনা আউর একঠো—ও দোনোকো পাকড়কে খা-লিয়া। আউর কেত্তা সিপাই লোককো মার ডালা। উসি ওয়াস্তে রাজাজী হুকুম কিয়া জরু লোক দেখ্‌নেসে পাকড়্‌কে হাজির করো। কাহে হর-বরমে পড়োগে—ভাগো।

রমণীগণ। ওমা! কি সর্ব্বনাশ, মেয়েমানুষে ধর্‌বে কি গো! মানুষে—মানুষ খাচ্ছে!—এমন কথাত কখন শুনিনি, বাপু!

১ম। আর শোনায় কাজ নাই, ভাই পালিয়ে এস। ৺মা গঙ্গা—দিন দেন তখন আবার আস্‌বো।

[৺গঙ্গা প্রণাম করতঃ রমণীগণের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

[পাইকদ্বয়ের প্রবেশ]

১ম পা। ঝড্ডু—হিঁয়া ত কোই না ভই? মহারাজ হরদম্ লাগাতা—কালা ছোক্‌রী! কালা ছোক্‌রী-–কাঁহা কালা কাঁহা ধোলা? আচ্ছি হয়রান্ কি বাৎ। জান দিগদার লাগ্ গিয়া।

ঝড্ডু। ভেইয়া! রাজাজীকা মগজ বিগড় গিয়া। বাউরা লাগ্‌তা। লেকেন্—হাম লোক কেত্তা ঘুম্ ঘুম্‌কে মরেগা? তিন রোজ—দিন ভর্, রাত ভর্, হরদম্ ফিরনে রহা? হামারা জান গিয়া! নউকরিকো ছোড় দেনা বি আচ্ছা;—লেকেন আউর নেহি ফিরে গা।

ঝড্ডু। সচ্চি বাৎ, চলিয়ে।

(উভয়ে গমন করিতে করিতে দণ্ডায়মান হইয়া)

১ম। ঝড্ড্ ? হামকো থোড়া তাজ্জব লাগ গিয়া। সর্দ্দারজী ধুম্‌রী বহুৎ কস্‌রৎ বালা আদমী, উনকো একঠো ছোক্‌রী মার্ ডালা !—এ কেসি বাৎ ?

ঝড্ড্। ঝুট্টা বাৎ ! কাহে শুনতা জী ! ধুম্‌রী লোচনা বুড্ডা আদমী ; লেকেন্ ওনকো তলপ আ গিয়া, তব ও মর্ গিয়া। রাজ্ঞাকীকো দিলমে লাগতা—ছোক্‌রী উস্‌কো মার্ ডালা ! ছোক্‌রীকো পাশ্ কুচ্ কিস্‌মৎ রহেনেসে বিশুশাস্ হেতা থা। রাজাজীকো মগজ্‌মে ছোক্‌রী ছোক্‌রী রাহেনেসে ওহি লাগ্‌তা ! চলিয়ে জী—চলিয়ে !

১ম পা। ঝড্ড্ ! বহুৎ বহুৎ সিপাই মর্ গিয়া—সব লোক বোল্‌তাথা।

ঝড্ড্। আরে আচ্ছি হায়রাণ ! কোন্ মরা, কোন্ জিতারা, কাঁহা ছোক্‌রী !—হামলোক কো কেয়া দরকার, যিস্‌কো দরকার ওহি ঢুড়নে রহেগা। আইয়ে হাম ভাং ওভ মাঙ্গায়নে যাতা।

১ম পা। চালিয়ে হামবি যায়েগা।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

[রাজা শুম্ভের প্রবেশ]

শুম্ভ। অতি শোভাময়ী জাহ্নবীর কুল
—প্রাণি-সমাগম হীন,
চায় প্রাণ নিঃসঙ্গ নির্জ্জন।
উঃ!—কি করি উপায়?
নিরীক্ষণে যার, হত ধুম্রবীর—
নিশ্বাসে হারায় প্রাণ বীর সৈন্যগণ!
—কেমনে ধরিব তায়?
চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করি দূতগণ
সন্ধান না পায় তার।
হায়! হায়! জ্বলে প্রাণ, অতীব নিষ্ঠুর!
তবু মন ধায় তারি আশে—
নিবারণে, না মানে প্রবোধ কভু;
বিবিক্ষু পতঙ্গ যথা অনল সঙ্গমে!
—একবার আসে যদি মন-প্রাণ-হরা
নিকটে আমার,
ক্ষমি তার শত অপরাধ,
আকুল আবেগে—বক্ষে করিব ধারণ।
নিরখিব প্রাণ ভরি বদন-চন্দ্রমা
ক্ষুধার্ত্ত তৃষিত হৃদি হইবে শীতল।

শুম্ভ। **গীত**

নীল-বসনা—পদ্ম-আসনা
উজ্জ্বল দ্যুলোক ভুবনে,
অমিত চন্দ্রিকা--ক্ষরয়তি সুধাধার
সুকুমার কপোল আননে।
নিরমল নয়ন,—অচঞ্চল ঢল ঢল,
কাল-কদম্বিনী—বেষ্টিত কুন্তল,
গুণ সমাবেশে—ক্ষীণা মধ্যস্থল,
ক্ষোভিত—মন-প্রাণ হরণে।

[শিখিপুচ্ছ চুড়া-ধারিণী নীলবসনা
কৌমারী মহামায়ার প্রবেশ।]

মহামায়া। মহারাজ কি আমায় স্মরণ করেছেন ?

রাজা। (সচকিতে) একি ! কোথা শুনি বীণার ঝঙ্কার।
(পশ্চাৎ দর্শনে স্বগত) এইত এসেছ !
আহা !—মরি মরি, কি রূপ-মাধুরী !
জুড়াল নয়ন আজি রূপ দরশনে।
সপ্ত তন্ত্রী বাজে বীণা শ্রবণ বিবরে।
একাদশ ইন্দ্রিয় মন অহঙ্কার,
বিমোহিত বচন মধুরে,
কমল-নয়না, **মম 'আত্মা', 'প্রাণময়ী'**
(প্রকাশ্যে) এস প্রিয়ে নিকটে আমার
মোর সম প্রাণ কিগো আকুল তোমার ?

বুঝেছ কি মরম বেদনা ?
জেনেছ কি হৃদয়-কাহিনী ?
তবে কেন রয়েছ অন্তরে ?
এস,—ধরি হৃদে। এস—মোর হৃদয়ের নিধি।
নাশিয়াছ ধূম্র মহাশূর !
বহু বীর সৈন্য হত—তব সহ রণে ;
—দুঃখ নাহি গণি প্রিয়ে।—মরণে সবার
পাইয়াছি তব দরশন ॥
হের, প্রিয়ে ! অনুক্ষণ আকুল পিপাসা
নিস্পেষিত করিতেছে হৃদয়-আগার ;
নাহি নিদ্রা, আশা তৃষ্ণা গিয়াছে সকলি ;
রাজ্য, ধন, যশ-মান—সব বিসর্জ্জন !
দিবানিশি ফিরিতেছি প্রেমের ভিখারী
কর দান কৃপাকণা—দাসে লো সুন্দরী ॥

গীত

ওগো নিদয় হ'য়ো না—
যদি এসেছ—এ দীন আধারে
তবে দাস জনে চরণে ঠেল না ॥
অনুদিন, রতি-রত হৃদয়, গোপনে
'চিত' সনে কেলি-রতা,—মধু পরশনে,
কত আকুল পিয়াসা, ভাব তরঙ্গ
তরঙ্গায়িত মরমে ;
দহনে দহিত—মন প্রাণে মদনা ॥

হে চন্দ্রাননা—
কত সহি দিবানিশি—মরম যাতনা,
মোহ মদিরা মত্তমন,—আবেশ বিভোরা
কাতরে কাঁদে কত বিলাস বাসনা।

মহামায়া। ক্ষান্ত হও মহারাজ!
এখনও অসম্পূর্ণ তব সত্য প্রেম॥
ভোগ লালসায় মত্ত, মত্ত-করি সম
দুর্ণিবার ধায় মন—ভ্রান্ত পথহারা।
বিকার-জড়িত, **মায়া** হেরিয়া সম্মুখে,
—এই 'সত্য' বলি তাহা করিছ গ্রহণ!
লুক্কায়িত বিষধর—অন্তর-গহ্বরে,
—প্রেমের মোহিনী ছবি প্রকাশ **বদনে**।
বিনা প্রেমে—কোথা পাবে পরশ দুর্ল্লভ
প্রেম গঠিত অঙ্গ কুসুম আগার॥

রাজা। (স্বগত) অতি সত্য!
—চিত্রিত মানস, যথা বিম্বিত দর্পণে।
সত্য প্রেমহীন!
কিবা ক্ষতি তায়?
এই ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী ধরা,
ইহা ত ভোগ-স্থান।
ইচ্ছামত ভোগ-সুখ করে নরনারী

ত্যজি ভোগ কেন "ত্যাগ" ধরি !
বাসনা-জড়িত জীব—ব্যথা পাবে তায় । .
স্বেচ্ছায় যদি নাহি দেয় ধরা
—প্রসারিয়া বীর বাহুদ্বয়
দৃঢ়রূপে বাঁধব বক্ষেতে ।

(প্রকাশ্যে) সত্য কহিয়াছ, প্রিয়ে ! দুর্দ্দম লালসা,
নিয়ত করিছে মোর হৃদয়ে পীড়ন ;
কিন্তু—স্থির জান বরাঙ্গনা,
মূল তুমি ইহার কারণ ।
কেন দুঃখ দাও—মুখ তুলে চাও
এস কাছে কর আলিঙ্গন
মিটে যাক্ অদম্য লালসা ॥

মহামযা । মহাবাজ ! **ভোগে নাহি হয় কভু বাসনার ক্ষয়** ।

রাজা । বল, বল,—বল প্রিয়ে
তবে কিসে হয় ? রে নির্দ্দয় ! দেহরে নির্ণয়
—যায় প্রাণ ! কি উপায় আর ?

মহামায়া । আছে রাজা, উপায় তোমার ;
—ঘৃণা ভরে, নারী দেহ করি প্রত্যাহার,
শত্রু বলি—ভাব মোবে ॥

বাজা । অসম্ভব ! অতি অসম্ভব !
'জীবন', 'মরণ' প্রান্তে আছি দাঁড়াইয়া ॥

—অনিবার্য্য প্রবল বাসনা
ছুটে মন পবনের আগে,
—কার সাধ্য রোধে তায় !
অতি সত্য !—প্রেমশূন্য আমি !
শ্মশান সমান হৃদি হয়েছে আমার ;
বাসনার প্রজ্বলিত দীপ্ত হুতাশন
বিশ্বগ্রাসী—ছুটিছে চৌদিকে।
—চির শত্রু আমি তোর !
রে কাল ভুজঙ্গিনী !—ঢালি মর্ম্মে কূট হলাহল
এবে উপদেশ দান !—করিতে বর্জ্জন ?
আয় কাছে,—আয়রে রাক্ষসী,
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিদারিয়া হৃদি
আজি তোরে ধরিব নিশ্চিৎ।

[বাহু প্রসারিয়া ধরিতে উদ্যত

মহামায়া। মহারাজ পারিবে না, প্রাণ হারাইবে।

[মহামায়ার অন্তর্ধান

রাজা। একি ?—কোথা গেল ?
—কারে করি আলিঙ্গন !
জ্ঞান হয়—শূন্যে মিশাইল।
শূন্য !—শূন্য !—মহাশূন্য চারিধার !
ঘোর অন্ধকার ! এসেছে কি আঁধার রজনী !
কিম্বা মস্তিষ্ক-বিকার হেতু দেখা তার ?

—বুঝিতে না পারি কিছু ;
স্বপনের প্রায় আসে,—ভাসে,
ধরিবারে যাই,—অমনি লুকায় !
না, না,—এ নহে স্বপন,
নহে নিদ্রাঘোর,—সত্য-জাগরণ !
অতি "সত্য"—এসেছিল জাগ্রত মুরতি,
মরি ! মরি !—কিরূপ মাধুরি !
ছড়ায় লাবণ্য-রাশি—বিনাশি আঁধার,
মৃদু হাসি অধরে বিকাশ !
ক্ষরে সুধা চন্দ্রানন হতে ॥
বিশাল জগতী তলে 'আত্মহারা' আমি
—অতি কাছে দাঁড়ায়েছি ঘনিষ্ঠ আচারে।
কোমলাঙ্গ পরশনে বিরত কেবল ;
হায় ! হায় !—কোথা লুকাইল !
ক্ষণমাত্র পুন' যদি পাই দরশন—
ভেদাভেদ-জ্ঞানহারা—ধরি দৃঢ়রূপে।

(শূন্যে দৈববাণী) মহারাজ ! বিনাযুদ্ধে আমায় পাবে না।

রাজা। সেই স্বর !— সেই নিন্দিত-রাগিনী !
বীণা ধ্বনি সম !
এতদিনে বুঝিলাম সার
মায়াবিনী প্রাণ-হন্ত্রী মোর !

মানবী, দানবী নহে.—মহা মায়াবিনী
মহা-মায়া !!!

মহামায়া।—দেখি তোর কত মায়া বল।
স্বর্গমর্ত্ত রসাতলে
কোথা তোর স্থান ?
ছিন্ন করি হৃদয়ের বদ্ধ রক্ত-স্রোত
—তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিনাশিব তোরে ॥
চণ্ড মুণ্ড বীরদ্বয় সহ সৈন্যগণ,
দৈত্যকুল চূড়ামণি রক্তবীজ বীরে পাঠাইব রণে ;
সংগ্রামে নাশিবে দুষ্টা **কাল কপালিনী** ।

[বেগে প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

[দৃশ্য—সমুদ্র]

গীত

জলের তরঙ্গে ভাসিতেছি রঙ্গে
নাহি দিবা　　　　নাহি নিশা
—সুখ দুঃখ সঙ্গে
কোথা ভেসে যাই
সাগরের পারে কিবা অকূলে—
কূল নাহি পাই

—পুনঃ পুনঃ আসি,
আঁখি নীরে ভাসি,
খেলিতেছি এই খেলা—চিরদিন রঙ্গে।

[চণ্ড মুণ্ডের প্রবেশ ও ভঙ্গি-সহ নৃত্য]

চণ্ড। জলের তরঙ্গে ভাসিতেছি, বাঃ! বাঃ!—থাম্‌লে কেন গো? আমিও একটু (ভঙ্গি সহ নৃত্য) জলের তবঙ্গে নাচতুম। যাক্—আর কাজ নাই। বলি হাঁ গ., — তোমরা কারা গা?

১ম ঊর্ম্মি। আমরা ঊর্ম্মিমালা।

চণ্ড। (স্বগত) বাবা! কি বিদ্‌ঘুটে নাম। হাল্ ফেসানের নামও নও। কোথায়, অচলা, সসীমা, বেলা, চেলা, নাম রাখবে!—কালের গতিতে নামের গতিও চলুক্। তা নয়—'ঊর্ম্মিমালা'! (প্রকাশ্যে) বলি—ওগো! তোমরা কারা?—এই আমরা যাঁকে খুঁজে খুঁজে ঘুর্‌ছি,—তাঁর সঙ্গিনী টঙ্গিনী কি?

১ম ঊ। হাঁ—আমরা মহামায়ার সঙ্গিনী।

চণ্ড। ও বাবা! কার সঙ্গিনী বল্লে?

২য়া ঊ। মহামায়ার।

চণ্ড। (স্বগত) বাবা রে! বাবা!—ঠাকুর দা! নাম শুনেই প্রাণ কুপোকাৎ। এ যেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভরে রয়েছে রে! বাবা! (প্রকাশ্যে) বলি ওগো! মোলায়েম বাছারা! বলি তাঁর এমন চটক্‌দার নাম কে রেখেছিল?

১ম উ। কে যে নাম রেখেছিল, তা আমরা কেমন করে বল্‌বো বল! তবে শুনেছি, যে জন তাঁর তত্ত্ব পায় সেই জন ভক্তি-ভরে নানা নাম ধরে ডাকে।

চণ্ড। বেশ, বেশ, (স্বগতঃ) প্রাণে আশা হল; (প্রকাশ্যে) তা তাঁর আরও অনেক নাম ধাম আছে। ভাল ভাল, বলি বল্লে না লোকে আদর টাদর করে।

১ম ঊর্ম্মি। (হাঁ) যে জন মন প্রাণ কায়
সঁপে রাঙ্গা পায়—

(ভঙ্গিসহ) বাঃ, বাঃ, বাহবা, বাহবা।

১ম উ। মা মা মা বলে
ডাকে হৃদয় খুলে
(আঁৎকে চণ্ড মুণ্ড) খেয়েছে—মাথা

১ম উ। দীন দয়াময়ী
জগত জননী তারা
হৃদপদ্মে হয়ে অধিষ্ঠান
'স্বরূপ' দেখান তারে।
ভক্ত মনোহরা
পরাণ বিভোরা
ভক্তে ডাকে নানা নাম ধরি।

চণ্ড। তা বুঝ্‌লে আমাদের মহারাজও ভক্ত বটেন। তা মা বলে ডাকা তাঁর স্বভাব নয়। বলি—বলি কি, তিনি প্রেমের,—বুঝেছ ?

বলি, ভক্তি জিনিসটা ত একই বটে
উপর দিকে উঠ্‌লে বাবা, মা,
নিচের দিকে নাম্‌লে ব্যাটা ব্যেটী.

আর মাঝামাঝি থাক্‌লে? বলি সেটা কি আর বলে দিতে হয়? এই ত তোমরা, তোমাদের এখন যে বয়স —রূপ যেন ছল্ ছল্ কর্‌ছে। তা এখন মনের কথাটা তোমাদের কাছে খুলে বলি, আমাদের রাজাম'শায় তাঁব জন্যে বড্ড 'হেদিয়েছেন'। তা তোম্‌রা বড় ভাল!— তোমাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে প্রাণটা জুড়ুল। তা বল্‌ছিলুম্ কি—মহারাজ এঁর জন্যে যা হেদিয়েছেন এমনটি আর কখন কোন জন্মেও হয়নি। তা বাছা—তোম্‌রা যদি দয়া করে বল তিনি কোথার আছেন, আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আর তোমাদের কাছে 'কেনা, টেনা, গোলাম' টোলাম, হয়ে—বুঝ্‌লে ত?

মুণ্ড। দাদা! কাজ অনেক এগিয়ে এলো, আর একটু হলেই ষোল আনার কাছাকাছি হয়।

২য় উর্ম্মিমালা। কোথা তাঁর দিবরে সন্ধান?
ব্যাপ্ত চরাচরে অনন্তরূপিনী;
স্থূল সূক্ষ্ম কারণের অনু-পরমাণু
সগুণা নির্গুণা কভু ত্রিগুণ-ধারিণী;
জীব সঙ্গে নানারঙ্গে আনন্দে বিহরা
নিত্য লীলা রঙ্গালয়ে
হের ধ্যানযোগে॥

মুণ্ড। দাদা বেটীরা ভাঁড়ালে। এক শালীর আঁচল্ খপ্ করে চেপে ধর,—ঠিক্ ঠাক্ সব মিলে যাবে। আমি একটু তফাতে যাই।

মুণ্ডের প্রস্থান।

চণ্ড। তবে রে শালী—ন্যাকাম ?

(ধরিতে উদ্যত। ঊর্ম্মিমালাগণের অন্তর্দ্ধান)

(সমুদ্রে পতিত হইয়া চণ্ড)

চণ্ড। ওরে ভাই রে, বাবা রে, মুণ্ড রে—কি ভীষণ তরঙ্গ রে। ওরে ও সর্ব্বনাশী আবাগের বেটী……তোর খোঁজে এসে ডুবে মরি রে—মা !

(তরঙ্গদ্বারা কূলে নিক্ষিপ্ত। উত্থিত হইয়া)

চণ্ড। বাবা ! কি ঢেউ ! হয়েছিল আর একটু হলেই মহারাজের পেয়ারের কলিজার খোঁজ !—তখন চণ্ডর খোজে লোক ছুট্‌তো আর কি। খুব বেঁচে গেছি। দেখি মুণ্ড কোথা গেল। আবাগের বেটীরে দলকে দল ধাপ্পাবাজ। ভোগা দিয়ে আমায় অকূল সমুদ্রে ফেলে হাবুডুবু খাওয়ালে। দাঁড়া শালীরে—আগে ধাড়ীকে ধরি, তারপর এক এক শালীকে ধর্‌বো আর এমনি করে (ভঙ্গিসহ) অগাধ জলে ফেল্‌বো—তখন বাপ্ বল, কি শালা বল, চণ্ড দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে।

[সগর্ব্বে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—কুসুমকানন

(জয়া বিজয়া ও মহামায়ার প্রবেশ)

মহামায়া। গীত

প্রেম গঠিত অঙ্গ
(আমি) ধরাপরে সদা খেলি ;
সুখ দুঃখ বিকার কেবল
আমার 'চিদানন্দ' সনে কেলী ;
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ
তাহে নাহি করি স্পর্শ,
আনন্দের সুখ স্পর্শে
কাটে সাধের দিন গুলি ;
প্রেমিক ফুলে প্রাণ খুলে
মনের কথা তারে বলি ॥

মহামায়া। দেখ জয়া,—মহারাজ শুম্ভের খুব প্রেম হয়েছে।

জয়া। প্রেম না হলে কি প্রেমময়ীর দর্শন পায় মা? প্রেম-ভরে প্রেমময়ীর দর্শন লাভ করেছে।

মহামায়া। দেখ্‌ছিস্‌ বিজয়া, আমি স্বইচ্ছায় দর্শন দিয়াছি ; জয়া বুঝ্‌তে পার্‌লে না।

বিজয়া।　　কে বুঝিবে বল তারা
"বোধ" শক্তি যার ;
অতি ক্ষুদ্র জয়া তোর বিজয়া তনয়া।
কারণ সলল যবে করি আলোড়িত
প্রকাশিলে মহেশ্বরী আপন বৈভব,
পঞ্চভূত যথাস্থানে হয় নিয়োজিত,
তন্মাত্রের পঞ্চ ভাব সমষ্টি করিয়া।
সূক্ষ্ম আসি স্থূল দেহ করিল ধারণ
ভাতিল অপূর্ব্ব-জ্যোতিঃ জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলে।
স্তম্ভিত জগৎ মাগো সে ভাব নিরখি :
'ভুবনমোহিনী' হেরি 'পিতা' মোহগত।
ক্রিয়াহীন, যোগেশ্বরী, অগম্য-অপরা
"হ্লাদিনী", নিজ ভাবে মগ্ন দিবা নিশি ;
কাতরে শরণাগত ভীত সুর-গণ
ত্রাহি ত্রাহি ধ্বনি ছুটে বিষ্ণু পদতলে।
ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী অচিন্ত্যরূপিনী !
কে বুঝিবে দয়াময়ী অনন্ত-প্রকৃতি ;
লক্ষ্যহারা কালস্রোতে "তপঃ" করি দান
ব্রহ্মারে অভয়পদ দিলা নিজগুণে।
সাধনার পথে মাগো প্রেমের বিকাশ
প্রেম-বলে শিবশক্তি অপূর্ব্ব-মিলন ;
আত্মহারা সদানন্দ বিভোর যে ভাবে

মুগ্ধ মোরা দিবানিশি ত্রিভুবন সহ
দুর্গতিনাশিনী দুর্গে দীন-দয়াময়ী।

(চণ্ডমুণ্ডের প্রবেশ)

চণ্ড। (স্বগতঃ) বাবা খুঁজে খুঁজে জান্ হায়রাণ। এই যে হেথায়। বাহবা, বাহবা! দশ দিক্ আলো করে সখি সঙ্গে ফুল বাগানে। এদিকে মহারাজ ফুলশরে বিদ্ধ হয়ে, আন্‌চান্। ধড়িবাজ্ মেয়ে বটে। (স্বগত) একি! একি দেখি! দশ-হস্ত প্রহরণ-ধারিণী ষোড়সী, অলক্ষিতে আমায় যুদ্ধে আহ্বান কর্‌ছে। মহারাজ বোধ হয় এ সব দেখ্‌তে পাননি। তা হ'লে প্রেমের সাধ পটকে যেত। আচ্ছা, মহারাজ যে বলেছিলেন শ্যামাঙ্গী কৌমারী,—ওমা! আমাব কপালে ষোড়সী হেম-বরণা হ'ল! হোক্—যা ইচ্ছে হোক্, আমার তাতে কি যায় আসে। মহারাজের আদেশ যে কোন প্রকারে বেটীকে তাঁর কাছে হাজির করা। ভালয় ভালয় ধরা দেন, উত্তম, না হয় কেষাকর্ষণ (হস্ত প্রসারিত করিয়া)—উঃ! এ কি অস্ত্রের খেলা! চতুর্দ্দিকে যেন অগ্নিবর্ষণ হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) মহামায়া! এস শীঘ্র পশ্চাতে আমার। অতুল-বৈভব দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী মহারাজ শুম্ভ, তাঁহার কিঙ্কর আমি। চণ্ড মোর নাম। আসিয়াছি লইতে তোমায়।

মহামায়া। পণ মোর জানায়েছি রাজারে তোমার। নহ

তুমি অবগত। যুদ্ধ মোর পণ। বিজয় পতাকা তব উড়িলে আকাশে, অবশ্য করিব তব পশ্চাদ্ গমন।

চণ্ড। (স্বগতঃ) না! ভালর কেউ নয়। (প্রকাশ্যে) বলি আমার বিজয় পতাকা উড়্‌বে কেন? তুমি মেয়ে মানুষ, জোর ধ্বজা উড়িয়ে বেড়াও। (স্বগতঃ) আবাগের বেটী—ইচ্ছা হচ্ছে এক ঘায় কেটে দু'খান করি। তা কাট্‌বো কি! ইনি আবার মহারাজের 'পেয়ারের'। (প্রকাশ্যে) মহামায়া! তবে কি যুদ্ধই স্থির? (স্বগতঃ) একি! একি হয়! দিব্য রত্নালঙ্কার শোভিত, ধনু-শর-যোজিত, অসি-চর্ম্ম-সমন্বিত, সজীব হস্ত সকল যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। রমণীর ভুজ-মৃণালে অস্ত্র! হাসি পায়, রাগে আপাদ মস্তক হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছে। ইচ্ছা হছে—অসি দ্বারা একে একে এক এক ঘায় হস্ত সকল নির্ম্মুল করি। (প্রকাশ্যে) মহামায়া! তুমি নারী। তব সহ যুদ্ধে মোর পৌরুষ যায়। হেয় কার্য্যে বৃথা কেন কর মোরে ব্রতী? এস সাথে—রাজার সমীপে, দোঁহে করিব গমন।

জয়া। (সুরে) তারা পরমেশ্বরী
　　কখন পুরুষ তুমি মা,
　　কখন ষোড়ষী নারী।

চণ্ড। চুপ্‌ কর্—আবাগের বেটী। এতেক মা মনসা—তায় ধুনর গন্ধ দিচ্ছে। (স্বগতঃ) একবার এ বেটীকে হাত

কত্তে পাল্লে হয়,—দু'শালীকে ধরে নে গিয়ে আগে মহারাজের ঘোড়াশালের বাঁদী করবো, তখন কত নাচ গান বেরোয় দেখে নেব। (প্রকাশ্যে) কি গো ঠাক্‌রুণ! কি ঠিক্ কর্‌লে? (স্বগতঃ) চুপকরে আছে,—বোধ হয় টোপ্‌টা গিলেছে।

মহামায়া। বার বার বিড়ম্বনা কেন কর ভোগ, সত্য কহি যুদ্ধ পণ মোর, বিনা জয়ে না যাব সংহতি।

চণ্ড। তবে নে,—দে সামাল্। বার্ কর্ তোর দশ বিশ হাত। (উচ্চৈঃস্বরে) রে মুণ্ড, ডাক্ সৈন্যগণ, মহাবেগে মার মহামায়া।

[সৈন্যগণের প্রবেশ ও চণ্ড মুণ্ডের সহিত মহামায়াকে বাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রণস্থল।

মুক্ত তরবারি হস্তে চণ্ড মুণ্ডের প্রবেশ।

চণ্ড। একি! কোথায় লুকাল বামা?

একা নারী করে রণ

চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হয় শরজালে,

নিমিষে—নিৰ্ম্মূল যত বীর সৈন্যগণ

ছিন্ন ভিন্ন,—রক্ত-স্রোতে ভাসিছে ধরণী।
ঘন ঘন হানি শর,
গদাঘাত—প্রচণ্ড আঘাতে,
কিন্তু নাহি লাগে তার কায় ;
সকলি অদ্ভুত হেরি !

মুণ্ড। নহে এই সামান্য রমণী ;
ধেয়ে আসে ছায়া সম,
হয় পুনঃ স্থূলদেহী
এক অঙ্গে—ধরে বহু রূপ।
কভু চতুর্ভুজ পুরুষ সুন্দর
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম-ধারী,
অগণিত সেনা লয়ে করে মার মার,
—ক্ষণ পরে হেরি পুঃন দ্বিভুজা কামিনী,
মুক্ত-কেশী—অসি-চর্ম্ম-করা,
হাস্যময়ী,—প্রফুল্ল-আননা।
কিবা নাম,—কিবা রূপ, পুরুষ কি নারী
মর্ম্ম স্থির না পারি করিতে।
কিন্তু মনে বুঝিয়াছি সার
—মহামায়া সহ রণে নাহিক নিস্তার !
ঐ ! ঐ দেখ—আসে মায়াবিনী।

(দ্বিভুজা অসি-চর্ম্মধারিণী মহামায়ার প্রবেশ)।

মহামায়া। চণ্ড মুণ্ড ! করিয়াছ বিস্তর সংগ্রাম

হইয়াছে বহু সৈন্য ক্ষয়,
মান পরাজয় ;
—নহে, জীবন সংশয় জান।

চণ্ড। পরাজয় মাগি লব রমণীর ঠাঁই !
হেন হেয় জন্ম—নাহি ধরে দৈত্যকুল।
সমূলে নির্ম্মূল শ্রেয়ঃ,
—পৃষ্ঠ প্রদর্শন কভু না দিব সংগ্রামে।
তুমি নারী ! চাতুরীর সহচরী ;
তুচ্ছ ছল রবে কতক্ষণ ?
ক্লান্ত যদি মায়ারণে,—মান পরাজয়,
এস সাথে লয়ে যাই রাজন-সমীপে।

মহামায়া। প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ আমি, কহিয়াছি সবে
এখনও হয় নাই মম প্রতিজ্ঞা পূরণ ;
বৃথা আকিঞ্চন কেন কর আর,
অকারণ জীবন-বিনাশ হেতু ?

মুণ্ড। লয়ে যাব কৌমারী ললনা,
যত সৈন্য করিয়াছ নাশ
প্রতিশোধ ল'ব অস্থ মতে !
দৈত্য-সভা করি আবাহন
নগ্ন কিশোরীর রূপ দেখাব সকলে।

মহামায়া। রে দুষ্ট ! ছন্নমতি হেয় দৈত্যগণ !
—পাপ দেহ কর ত্যাগ।

(মহামায়া কর্তৃক অস্ত্রাঘাত, চণ্ড মুণ্ডের
অসি দ্বারা আঘাত রোধ)

চণ্ড।　রেখে দাও বীরপনা।
দেহ রণ—বিলম্ব না সয়।
(মুণ্ডেরপ্রতি) রে মুণ্ড সন্নিকটে আসিয়াছে নারী,
আয় নাশি দুষ্টা মহামায়া।

মহামায়া।　মৃত্যু অতি নিকট দোঁহার।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

দূতের প্রবেশ।

দূত।　প্রাণ হীন যুদ্ধ ক্ষেত্র!
একে একে রথিগণ—অনন্ত শয়নে ;
কোথা গেল চণ্ড মুণ্ড বীর,
কোথা বা কামিনী ?
—গৃধিনী বায়স করে আনন্দের রোল !
ধন্য প্রেম-সাধ মহারাজ তব !
দৈত্যকুল বিনাশের হেতু।

(চণ্ড মুণ্ডের ছিন্নমুণ্ড হস্তে মহামায়ার প্রবেশ)

মহামায়া।　দূত ! লহ এই চণ্ড-মুণ্ড-শির—
সযতনে লয়ে যাও রাজন-সমীপে ;
প্রীতি ভরে দেহ তাঁরে,
ইহা মোর—প্রেম উপহার।

[মুণ্ডদ্বয় রাখিয়া মহামায়ার প্রস্থান

দূত। সর্ব্বনাশী! রাক্ষসী! মায়াবিনী! মহামায়া! সব খেলে, সব সংহার করলে!

[ছিন্ন মুণ্ডদ্বয় লইয়া ত্রস্তে দূতের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—দৈত্যপুরী।

[পার্শ্বদ-বেষ্টিত সিংহাসনে শুম্ভ নিশুম্ভ]

চণ্ড মুণ্ডের কাটামুণ্ড হস্তে দূতের প্রবেশ।

দূত। কি কহিব হে রাজন!—কথা না জুয়ায়,
ভীত কম্পিত হৃদি—জড়িত রসনা;
ভীমা রমণী হেন দেখি নাই কভু।
হিমালয়-পরে—ধরে অষ্ট-ভূজা রূপ;
অষ্ট বজ্র ল'য়ে—তেজোময়ী উদ্ভাসিতা,
দিগন্ত ব্যাপিয়া!
জ্বলে বজ্র অনল সমান,
কারণ-জলধি—প্রলয় কল্লোল
ভীষণ গর্জ্জন;
হুহুংকারে কক্ষচ্যুত হয় গ্রহ তারা।

ত্র্যস্ত দিক পতি, নতি—
স্তুতি করে কর যোড় করি।
মহাশূর মধুকৈটভ হত সেই রণে।
পুনঃ ধরি রূপ দশভুজা—
সিংহোপরি শতদলাসনা —
ত্রিভুবন সহ—আসে ধেয়ে, সংগ্রাম মাঝারে।
ধনুর টঙ্কার—শব্দ মার্ মার্,
অদ্ভুত অস্ত্রের খেলা গগন মণ্ডলে।
অখণ্ড মণ্ডলাকারে সদা ঘুর্ণমান
—ভঙ্গ দৈত্যরঙ্গ পলাইতে নাহি পারে।
ছিন্ন ভিন্ন সৈন্যকুল—রক্তে ভাসে ধরা।
শুষ্ক পত্র সম—গজবাজী উড়ায় নিশ্বাসে,
মহিষাসুর নিপতিত তায়।
স্তব করে দেবতা মণ্ডলী
—পুষ্প বরিষণে রত দেবাঙ্গনাগণ,
বিজয় দুন্দুভি নাদে আনন্দের রোলে।
মহাক্রোধে চণ্ড মুণ্ড ধায় অস্ত্র করে,
নিমিষে অদৃশ্য বালা—শূন্যেতে মিলায়।
ক্ষণ পরে আচম্বিতে অসি-চর্ম্ম-করা
শ্যামাঙ্গিনী মুক্তকেশী দৈত্যগণ মাঝে
মহাবেগে করে রণ।
শ্বাস সনে

অগণিত সৃষ্ট সৈন্যগণ,—ভৈরব মুরতি জনে জনে।
মা ভৈঃ! মা ভৈঃ! রবে—হানে শরজাল ;
ভৈরবী আকারে রণে নাচে উন্মাদিনী
—খণ্ড খণ্ড চণ্ড মুণ্ড নিমিষে করিয়া
জলদ গম্ভীর স্বরে দম্ভ ভরে—
কহিল আমায়—দোঁহাকার মুণ্ডলয়ে
দেহ রাজ-করে।
সবিস্তারে কহিবেক দৈত্য-পতি স্থানে
—ইহা মোর প্রীতি উপহার।

[কাটা মুণ্ডদ্বয় স্থাপন

রাজা। দূর হও সম্মুখ হইতে,—
না পারি সহিতে আর নারীর বাখান।
উচ্চ মান, বীর্য্য, যশ, গর্ব্ব, অহঙ্কার,
সকলি হইল নাশ রমণী-সংগ্রামে!
ধিক্!! শত ধিক্ মোরে!
যাক্ রাজ্য!—ছার খার সিংহাসন সহ,
হয় হোক্—দৈত্যকুল সমূলে নির্ম্মূল,
তিল মাত্র দুঃখ নাহি গণি তায়!
অতি সত্য কহি (অসি নিষ্কাষণ পূর্ব্বক) কঠিন
করাল ভুজে জিঘাংসা কৃপাণে
নিশ্চয় নাশিব—সেই অসুরারি বামা।
খণ্ডন যদ্যপি হয় প্রতিজ্ঞা আমার,

তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে
আত্ম বলিদান দিব—ভৈরবী চরণে।

[শুম্ভের হস্তধারণ পূর্ব্বক নিশুম্ভ

নিশুম্ভ। স্থির হও মহারাজ, বাঁধ মন
প্রতিজ্ঞা নিগড়ে।
মহা মায়াবিনী সে রমণী,
তার তুল্য মায়াধারী রক্তবীজ বীর।
ব্রহ্মা বরে অমর সে বীরবর।
আজ্ঞা দেহ তারে
সত্বর গমনে মহামায়া রণে।
মায়ারণ করিয়া সৃজন
কৌশলে আনিবে হেথা
'বিজয়া' কামিনী।
চূর্ণ হবে রণ সাধ তার,
চির দিন দাসী হয়ে বাঁধা রবে পায়।

শুম্ভ। কোথা রক্তবীজ?
কেন নাহি দেখি তারে?
সেও কিরে নিহত সমরে?

(রক্তবীজের প্রবেশ)

রক্ত। ক্ষম অপরাধ দৈত্যপতি।
সামান্য রমণী বলি উপেক্ষিয়া রণে

পাঠায়েছি চণ্ড মুণ্ড শমন সদনে।
রাজদ্রোহী সম কর্ম্ম হয়েছে আমার,
দেহ দণ্ড মোরে দৈত্যপতি !

শুম্ভ। ক্ষান্ত হও বীরবর !—সত্য কহিয়াছ
অতি তুচ্ছ রমণীর সহিত সংগ্রাম,
তুচ্ছ জ্ঞানে, পাঠায়েছ দোঁহে।
—এবে দেখি সত্য রণাঙ্গনা।
হে বীরবর ! ত্রিভুবনে তব সম আছে কোন্ জন ?
বীর্য্যবান্, রণক্ষম, শূর মৃত্যুঞ্জয়ী।
ত্যজ ক্ষোভ, যাহ শীঘ্র সমর অঙ্গণে ;
নিশ্চয় জিনিবে রণে মহা 'মহামায়া' ;
ব্রহ্মা বরে অমর যে তুমি।

রক্ত। হে রাজন্ ! তব বাক্যে ক্ষোভ অপগত,
মায়াবিনী সে কামিনী কত মায়া ধরে ?
বধিব তাহারে সত্য খুঁজি ত্রিভুবন।
সরল স্বভাবে যদি আসিয়া হেথায়,
দীন সম পদে তব—লয় সে শরণ
ক্ষমা দিয়া রণে,—স্নেহভরে আনিব কৌমারী ;
বিদায় মাগিছে পদে দাস।

শুম্ভ। এস বৎস। দম্ভ ভরে আন ধরি মহা মায়াবিনী।

[রক্তবীজের প্রস্থান।

অবশ্য হইবে শূর অসুরারি জয়ী।
অসীম-বিক্রম—বীর রক্তবীজ শূর,
কেশে ধরি বিনাশিবে—সে কালসাপিণী।

নিশুম্ভ। চল যাই মন্ত্রণা আগারে
উৎসাহিত করিবারে সেনানী নিচয়
ধন্য বীর্য্যবতী রণাঙ্গনা!

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—কুসুম-কানন

[জয়া বিজয়া সহ মহামায়া]

গীত।

হর, দিগম্বর ভোলা, মহেশ্বর
ত্রিপুর সুন্দর ত্রিপুরারি;
জগত-পালন জগত জীবন
জগত-কারণ—বিশ্বেশ্বর জটাধারী।
ত্রিনয়ন ঢুলু ঢুলু ডমরু নিনাদে,
বম্ বম্ বম্ বম্—শব্দে গাল বাজে
শিঙ্গা রব সমস্বরে শ্মশান-বিহারী।

[সসৈন্যে রক্তবীজের প্রবেশ]

রক্তবীজ। বলিহারি, ভেল্কিবাজ মেয়ে যাহোক্। এই শুনি দশকর, প্রহরণ ধারিণী, চণ্ড মুণ্ড ঘাতিনী, আবার দেখি কুসুম-কাননে সখিসহ নৃত্য-গীতরতা কৌমারী। রকম বোঝা বড় শক্ত।

যাদুকরী! কত যাদু জান তুমি,—দেখিব এবার
(স্বগতঃ) মানস কমল ভেদি স্বয়ম্ভু উদ্ভব,
—সেথা কোথা শক্তির বৈভব?
স্তবে তুষ্ট করি, বর পাই অমরত্ব।
দেখি—মোরে কেমনে সংহারে!
(প্রকাশ্যে) মহামায়া!—আসিয়াছি লইতে তোমায়;
আজ্ঞা মাত্র সাথে যদি না কর গমন
—কেশ আকর্ষণ করি লইব নিশ্চয়।
জ্বলে প্রাণ প্রতিহিংসানলে।

মহামায়া। রণজয়ী হ'লে—তব যাইব সংহতি।

রক্ত। অবশ্য করিব রণ।
কিন্তু নহি আমি—সামান্য সেই চণ্ড মুণ্ড শূর!
মহাসুখে করিবে বিনাশ।
ধরি নাম—রক্তবীজ বীর,
মোর রক্ত-তেজ—তুমি নহ অবগত।
বিন্দু বিন্দু রক্ত মোর পড়িবে যথায়
তথায় উঠিবে পুনঃ শত সম-শূর।

মহামায়া। জানি আমি তাহা—বীর।

রক্ত। জান তুমি? অতি অসম্ভব কথা!

(স্বগতঃ) আগম নিগম তন্ত্র—মৃণাল-কোরকে,
বেদ, বিধি, চতুর্ম্মুখ চতুর্ভুজ-শোভা
বিরাজিত কমল আসনে,
—স্তবে তুষ্ট করি বর পাই অমরত্ব।
কেমনে জানিবে তাহা—কৌমারী ললনা?
প্রতারণা কর মোর সনে?
নিশ্চয় ঘুচাব আজি ছলনা যতেক॥

(প্রকাশ্যে) মহামায়া! জান যদি অমর সে আমি,
তবে—মান পরাজয়,
এস সাথে, কর মোর পশ্চাৎ গমন।

মহামায়া। বিনা জয়ে যাইব কেমনে?
ধরি পণ দৃঢ়তর!

রক্ত। সকলি আশ্চর্য্য তব!
নিশ্চয় জানিছ মৃত্যু নাহিক আমার,
তথাপিও যুদ্ধ কর সাধ?
হইয়া পুরুষ,—করি যদি নারী সহ রণ,
অতীব ঘৃণার কথা!
বিনা যুদ্ধে সংহার আমায়,
ধর অস্ত্র—কাটি পাড় মস্তক আমার।

মহামায়া। দ্ধ বিনা—না করি সংহার।

রক্ত। অদ্ভুত! অদ্ভুত প্রকৃতি তব!
মনে ভয় হ'য়েছে নিশ্চয়,
—তেঁই নাহি কর অস্ত্রাঘাত।

মহামায়া। 'অভয়া'—আমার নাম বিদিত সংসারে;
'ভয়',—মোর ভয়ে ভীত অনুক্ষণ।
'মহাকাল' পতি মোর।
কালের প্রভাব কোথা পাইবে রে স্থান?
প্রেম ভরে—হৃদি পদ্মে ধরিয়া চরণ
শব সম শিব আহা শয়ান ভূতলে;
ত্রিনয়ন ঢুলু ঢুলু—সদা আত্মহারা,
আমি কি ডরাই কভু বর-প্রাপ্ত জনে?

রক্তবীজ। (স্বগতঃ) অতি সুন্দর দৃশ্য!
উলঙ্গিনী এলোকেশী, মুণ্ডমালা গলে
শিব বক্ষে স্থাপিত চরণ
ইচ্ছা হয়—বধি সেই রূপে।
(প্রকাশ্যে) মহামায়া!
মহাকাল পতি যদি তোর—
তবে কেন ফিরিতেছ ভ্রমিয়া ভুবন?
কুলাঙ্গনা-রীতি তুমি নহ অবগত?
পতিব্রতা কুলনারী স্বামী-অনুগামী
—ভ্রমে, নাহি ভ্রমে অন্য স্থানে?

মহামায়া। অবারিত গতি মোর।

দেব নর যক্ষ রক্ষ অসুর দানব
যখন্ যে ভাবে ডাকে—পায় দরশন।

রক্তবীজ। সীমা নাই তোমার গুণের!
বৃথা কালক্ষেপ হয়—বৃথা বাক্য ব্যয়ে;
জ্বলে প্রাণ জিঘাংসা অনলে।
আয় রে রাক্ষসী—আয় সম্মুখ সংগ্রামে
—আয় সর্ব্বনাশী, আয় সম্মুখে আমার;
ধর্ অসি—দ্বিভুজে কিম্বা চতুর্ভুজে—
সিংহোপরে করি আরোহণ
—কিম্বা পঞ্চ-প্রেতাসনা,
অথবা সে শব শিবোপরে—
যা হয় মনন তোর;
আয় শীঘ্র,—বিলম্ব সহিতে নারি।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে করি খান খান্,
আকণ্ঠ রুধির পানে মিটাব পিপাসা।

[মহামায়ার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ, ও উভয়ের যুদ্ধ

রক্ত। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য! নিষ্প্রভ অস্ত্রের প্রভা;
তেজে তেজোহীন।
জ্ঞান হয়—মহাশূন্যে হইতেছে লয়।
বিকট-দশনা, করাল-বদনা গ্রাসিছে সকল অস্ত্র।
(প্রকাশ্যে) এই তীক্ষ্ণ তরবারে করি খান্ খান্
দেখিব তোর কত বীরপণা। (সৈন্যগণের প্রতি)
মার মার—কাট কাট মহামায়া।

[সকলে তরবারি হস্তে মহামায়াকে আক্রমণে উদ্যত ;
মহামায়ার অন্তর্ধান ; প্রকৃতি অন্ধকার]

রক্ত। একি ! ঘোর অন্ধকার !!—কালবরণা
বুঝি মিশিল আঁধারে ! কিম্বা সেই
'করালিনী' ব্যাপ্ত চরাচরে। অন্ধকারে, অন্ধকারে,
আচ্ছন্ন মেদিনী। ঘন মোহ অন্ধকার ॥

[বজ্রনিনাদ বিস্ময়ে রক্তবীজ

একি ঘোর বজ্রনাদ !
—ঘন ঘন অগ্নি বরিষণ।
সৈন্যকুল পুড়ে ছার থার্ ;
কিন্তু মোর—নাহিক মরণ।
ব্রহ্মা বরে রক্ত সনে অনন্ত জীবন।
বিন্দু বিন্দু রক্ত সনে—কোটি কোটি রক্তবীজ।
(উচ্চকণ্ঠে) কোথা ! কোথারে রাক্ষসী ?
কোথা তুই তিমির-বরণা। আয়, আয়,
শীঘ্র আয় সম্মুখ সংগ্রামে। আয় কাছে
উলঙ্গিনী অসি-চর্ম্ম-করা।
শবাসনা লোলরসনা, 'বরাভয়'-করা,
নর-করে-কটি-শোভা, মুণ্ডমালা গলে
ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচ সঙ্গিনী সহ—
অট্ট অট্ট হাস, দিক্ সুপ্রকাশ,— তিমিরে
তিমির নাশি আয় শীঘ্র গতি।

মারি কিম্বা, আজি মরি, নিশ্চয়—
নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা—মোর ॥

[ডাকিনী যোগিনী, ভূত প্রেত সহ শ্রীশ্রীকালীরূপে
মহামায়ার প্রবেশ ও ভূত প্রেতের নৃত্য]

ভূত প্রেত। হা হা হা—হি হি হি—
হিলি হিলি হিলি—
কিলি কিলি কিলি—
হুঁ হুঁ হুঁ—হাঁউ হাঁউ,
খাব, খাব,—রক্ত খাব,
—মড়ার মাথায় খেল্‌বো ভাঁটা,
চিবিয়ে খাব হাতটা, পা'টা,
নাড়ি ভুঁড়ি দাঁতে ছিঁড়ি,
—হিড়ি হিড়ি হিড়ি
হি হি হি (হাস্য) হি হি হি। (হাস্য)

রক্ত। সত্য বটে করালিনী !
লোল রসনা বিশ্বগ্রাসী করাল বদনা ;
ঘন অন্ধকার—লাগে চমৎকার
বিকট হুঙ্কার তাহে,
পদ ভরে কম্পিত মেদিনী,
নিশ্বাসে অশনি পাত।
(মহামায়ার প্রতি) সত্য তুই মহা মায়াবিনী।
অতি সত্য,—মন প্রাণ হরা।

কিন্তু আর তোর নাহিক নিস্তার
মহা গদাঘাতে তোরে করিব নির্ম্মূল,
কর্ রক্ষা বিভীষণ-কায়। (মহাবেগে গদাঘাত)

(মহামায়া কর্ত্তৃক শিরশ্ছেদ ও ডাকিনী যোগিনী সহ রুধির পান)

[চতুর্দ্দিক আলোকিত ও পুষ্পবৃষ্টি]

দেবগণ, নরগণ, নারদ, ও মহামুনি মার্কণ্ডের প্রবেশ ও সকলের দ্বারা সমস্বরে শ্রীশ্রীকালীকা স্তব।

স্তব।

নমস্তে কালীকে করাল বদনী,
নমঃ নর-মুণ্ডমালা-ভূষণ ধারিণী,
রণাঙ্গনা ত্রিনয়নী,—তারিণী,
জয় কালীকে, জয় কালীকে, জয় কালীকে।
নম শ্চণ্ডিকে, চণ্ড মুণ্ড ঘাতিনী,
রুধির দশনা,—রক্তবীজ নাশিনী,
নমঃ মহামায়া ত্রিলোক-পাবনী
জয় কালীকে, জয় কালীকে।
নমঃ দশভুজা মহিষাশুর-মর্দ্দিনী—
দেবী ভগবতী কল্যাণ দায়িনী,
নমঃ নমস্তে— ত্রিভুবন-জননী
জয় কালীকে, জয় কালীকে, জয় কালীকে।

মার্কণ্ড। মাগো ভগবতী! ভয়ঙ্করী রূপ সম্বরণ কর, মা! তোমার করালিনী-মূর্ত্তি দর্শনে ত্রিলোক কম্পিত হইতেছে। [মহামায়ার ঈষৎ হাস্য ও অন্তর্দ্ধান

[পটক্ষেপ]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—শ্মশান]।

ভৈরব ভৈরবী বেশে হর পার্ব্বতীর প্রবেশ ও উভয়ের গীত

উভয়ে। গীত।

যে জন আত্মতত্ত্ব জানে সে ত আমায় চেনে,
চেনা জানা থাকে জগত-সংসার।
'মায়া' আবরণ করি উন্মোচন,
রূপ দরশন করে এক-আকার॥
মোহবশে হ'লে—ভ্রান্ত, পথ হারা,
অমৃত আস্বাদ—নাহি পায় তারা,
'অহং' মদে মত্ত—হয়ে 'আত্ম'-হারা,
হারা হই আমি—চির আপনার॥
শাস্ত্র তন্ত্র মন্ত্রে—আমি পূর্ণ শশী,
ভোগ বাসনায়—আমিই দুঃখ রাশি,
ভক্তি সাধনায় সদানন্দে ভাসি,
প্রকাশিত ভক্ত হৃদয় মাঝারে॥

পার্ব্বতী। পশুপতি!
মদ গর্ব্বে—অন্ধ দৈত্যরাজ।
দূতরূপে যাহ প্রভু, রাজন্ সমীপে,

কহ তারে, সবিস্তারে—
র ক্ত বীজ নিধন-বারতা।
স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল, করি অধিকার—
প্রচণ্ড দাম্ভিক শূর, শুম্ভ ও নিশুম্ভ
আপনারে করে জ্ঞান ত্রিভুবন-পতি ;
দেবগণ নাহি পান যজ্ঞ-হবির্ভাগ,
—ভোগে রত দানব সকল।
ইন্দ্রপুর—নীরব শ্রীহীন।
বিনা বিশ্বপতি—
ত্রিলোক পালনে ক্ষম,
কেবা আছে, প্রভু ?
স্বর্গ রাজ্য অধিকারী সহস্র লোচন।
আজ্ঞা দেহ দৈত্য রাজে,
স্বর্গলোক ফিরাইয়া দিতে তাঁরে,
অন্যথা না করে কভু—মোর এ আদেশ।

মহাদেব। দেবী! যাব তব প্রীতি লাগি
দৈত্য পতি স্থানে,
কিন্তু প্রিয়ে না পারি বুঝিতে
কিবা ভাগ্য ধরে দৈত্য শুম্ভ ও নিশুম্ভ ?
দেবী! মহাশক্তিরূপা!
কটাক্ষে তোমার—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় উদয়,
—হেন আকিঞ্চন হেরি কিসের লাগিয়া ?

পার্ব্বতী। ভোলানাথ!
—ভুলেছ কি বৈকুণ্ঠ ভুবন!
মর মাঝে দেহীর আকারে
পেয়েছ কি জীবের প্রকৃতি?
হয়েছ কি আত্মতত্ত্ব হারা?
জয় ও বিজয় আহা ভক্ত দ্বারী দ্বয়
ঋষি শাপে—দৈত্যকুলে পতন জনম।
কাতরে কাঁদিল যবে—রাখ নারায়ণ,
নিজগুণে বলেছিলে—হে করুণা-নিধি,
যাব আমি মর মাঝে।
—শিব শক্তি করিয়া প্রকাশ
দৈত্যরূপী ভক্ত দোঁহে করিব উদ্ধার।
—তেঁই প্রভু অস্ত্র ধরি করে
করি নাশ দানবীয় চমু।

মহাদেব। শক্তি প্রেমে সদা মগ্ন আমি
নিরখিয়ে মহামায়া অনন্ত বিরাট্
আত্মতত্ত্ব না থাকে স্মরণে।
'দ্বৈত'-ভাব অপগত তায়।
প্রেমময়ী! প্রেমবলে দৌত্য কার্য্যে
ব্রতী উমানাথ,
একান্ত জানিহ কান্তা—চির দাস আমি!

ভগবতী। প্রেমের আধার দেব অনন্ত পুরুষ,

ত্রিলোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহান্ সম্পদ
অখণ্ড, অজর. ব্রহ্ম—সর্ব্বশক্তিমান
উপমায় উপমেয় ব্রহ্ম নিরূপণ।
প্রকটিত নিজ শক্তি 'মহাশক্তি' রূপা ;
নারী আমি, ইচ্ছায় তোমার,
নিজ প্রেমে,—প্রেমভরে দাস্যভাব তব
—"দ্বৈত" ভাবে মধুর মুরতী
অতুল সম্পদ, ধর বক্ষে ধরণীর।
দাসী আমি 'শিব-দূতী'
—কি কব অধিক।
এস নাথ—যাই দোঁহে কর্ম্ম সাধনায়।

মহাদেব। চল দেবী—ইচ্ছাময়ী আনন্দ-দায়িনী।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—দৈত্য সভা।

মধ্যস্থলে সিংহাসনে শুম্ভ ও নিশুম্ভ।

শুম্ভ। রক্তবীজ মহা মায়াধারী—
পাঠায়েছি বীরবরে মায়ার সংগ্রামে ;
রক্তবীজ সহ রণে—পরাজিত হইবে নিশ্চয়

'ভুবনমোহিনী' নারী, সে 'অপরাজিতা'।
চণ্ড মুণ্ড-বিনাশিনী চামুণ্ডা-রূপিনী
এইবার হবে 'নিরাকারা'!
পরিতৃপ্ত হবে চিত্ত—'বিজয়া'-বিজয়ে
—আদরে ধরিব বক্ষে নারী-শিরোমণি।

(নিশুম্ভের প্রতি) কহ ভ্রাতঃ—মোর বাক্য
কিবা লয় মনে ?

নিশুম্ভ। সংশয় দোলায়,—মন দোলে অনুক্ষণ,
নহে স্থির ক্ষণিকের তরে ;
পুনঃ পুনঃ যত আশা হয় জাগরিত
ধীরে, ধীরে,—মিশে নিরাশায়।
তিলে তিলে—হয় আয়ু ক্ষীণ
শক্তি হীন ;
জনম আচ্ছন্ন হেরি—মৃত্যু আবরণে।
জ্ঞান হয়—নারীর আকারে,
সম-কাল বিস্তৃত সংসারে,
অনাদি কালের সনে 'মায়া' বিরাজিত।
হে রাজন্! না পারি করিতে স্থির
দীন মতি আমি।

[দূত বেশে শিবের প্রবেশ]

শিব। অবধান কর দৈত্য-পতি,
'শিব-দূতী'-দূত—আমি।

পাঠায়েছে দেবী মোরে
বর্ণিবারে,—রক্তবীজ মহামায়া তুমুল সংগ্রাম।
কায়া, মায়া, ছায়া, লয়ে—করে মহারণ
—নহে ক্ষান্ত দিবস সর্ব্বরী।
সমরে সোসর দোঁহে।
অস্ত্রে অস্ত্রে হানা হানি—শব্দ ভয়ঙ্কর।
শরজালে আচ্ছন্ন মেদিনী ;
তুল্য বীর বীরাঙ্গনা—সংগ্রাম মাঝারে।
মহাশক্তি মহাক্রোধে করে—অস্ত্রাঘাত
—রক্তবীজ ক্ষত অঙ্গে বহে রক্ত ধারা,
বিন্দু বিন্দু রক্ত সনে, কোটি, কোটি—
হয় রক্তবীজোদয়।
শূরশণ অস্ত্রাঘাত—করে দেবী কায়,
কিন্তু দেবী অক্ষত অটল।
দুর্দ্দম অসুর হেরি ভীত সুরগণ
নানা মত স্তব করে 'অভয়ার' পদে।
— বিজয় উল্লাসে নাদে দানবীয় সেনা।
হেনকালে অকস্মাৎ লুকাল কামিনী
তিমিরে আচ্ছন্ন হ'ল—অবনী আকাশ,
—ত্রাসেতে কম্পিত যত জগতের জীব,
মহামৃত্যু হেরিয়া সম্মুখে।
মুহূর্ত্তে শ্রবণে পশে অট্ট—অট্ট হাস

হাস্য ঘোর রোলে—কম্পিত ভুবনত্রয়,
—হ'ল জ্ঞান প্রলয় নিকট।
আঁধারে আঁধার ভেদি—মহাভয়ঙ্করী,
শবাসনা, নৃমুণ্ড-মালিনী
লোল-জিহ্বা, লক্ লক্, ঝকে চতুর্দ্দিকে,
বিশ্বগ্রাসী করাল-বদনা,
—আবির্ভূতা সংগ্রাম মাঝারে।
কোটি কোটি রক্তবীজ রক্ত করি পান
—রুধির দশনা দেবী, দানব-ঘাতিনী,
অভয় প্রদানে রত দেবতা মণ্ডলে।
—'মহাকালী' বলি স্তুতি করে দেবগণ।
রক্তবীজ নিধন কারিণী রমা!
মহাগর্ব্বে আদেশিল, অমোঘ আদেশ
—দিতে ফিরাইয়া ইন্দ্রে স্বরগ-ভুবন।

(দৈত্যগণ ও শুম্ভ-নিশুম্ভ মহাক্রোধে উত্থিত হইয়া)

শুম্ভ। মার্, মার্,—দেবী-দূতে
ঘেরি চারিভিতে,—দেহ হানা,
নাহি যেন পলায় বর্ব্বর।
নাশিয়াছে, সর্ব্বনাশী,—রক্তবীজ বীরে,
পাঠায়েছে দূতে।—ইন্দ্রে দিতে স্বর্গধাম!
দাও স্বর্গ—অস্ত্র-মুখে।

মার্‌. মার্‌. দেবী-দূতে।

সকলে। মার্‌, কাট, মার্‌. মার্‌।

[মহাদেবের প্রতি বাণ নিক্ষেপ

(মহাদেবের বদন বিস্তার করতঃ বাণ ভক্ষণ)

নিশুম্ভ। মহারাজ ! নহে এই দূত,
নিশ্চয় সেই মায়াবিনী !
সংহারিয়া রক্তবীজ বীরে,
ধরিয়াছে পুরুষ আকার।
রজত-ভূধর সম অটল অচল,
—গ্রাসে অস্ত্র বদন বিস্তারি।
অথবা আপনি শঙ্কর—
আসিয়াছে দূতরূপে।

শুম্ভ। উপাড়হ জটাজাল
নাহি দেহ ক্ষমা,
—শঙ্কর শঙ্করী নাহি জানি,
রক্তবীজ নিহত সমরে।
মহাশত্রু—মার্‌ মার্‌ দূতে।

সকলে। মার্‌, মার্‌, কাট—দে হানা, দে হানা।

[মহাদেবের প্রতি অস্ত্রক্ষেপ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—প্রান্তর, প্রকৃতি রক্তবর্ণ]।

উন্মুক্ত তরবারি হস্তে রাজা শুম্ভের প্রবেশ।

রাজা। রক্ত! রক্তবর্ণ!—চতুর্দ্দিক লাল।
রক্তবীজ, রক্ত পান করিয়া উল্লাসে,
রঞ্জিত প্রকৃতি আজি,
—নাহি আর কাল-বরণা।
অনন্ত আকাশ লাল,—লাল ভূমিতল
অনু পরমাণুময়, দেখি রক্ত বীজ।
যেন রক্ত স্রোতে—ভাসে ত্রিসংসার,
মেদ অস্থি চর্ম্ম মাঝে।
শিরা বসা মজ্জা সনে,—শক্তি করে খেলা,
ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না, ত্রিগুণ ধারিণী।
স্বত্তঃ রজঃ তমঃ সনে জড়িত নিয়ত,
মন বুদ্ধি অহঙ্কার।—কে বা এ সকল?
দ্বাদশ আদিত্য যেন—নয়নে আমার?
শব্দ স্পর্শ গন্ধ রস করিছে গ্রহণ।
হায়, হায়—এ বা কোন্ জন
পঞ্চ 'কোষ' মাঝে,—সদা জড়িত রয়েছে?
কি হল! কি হল!
বুঝি মস্তিষ্ক বিকার!—কই, কোথা গেল?
কিছু নাহি আর,—শূন্য! শূন্য!

মহাশূন্য ! অনন্ত আধার,—সব শূন্যাকার।
হায় ! হায় ! রক্তবীজ হয়েছে সংহার
ব্রহ্মা বর ব্যর্থ, হায়, নারীর সংগ্রামে।

[নতমস্তকে রোদন

সৈন্যগণের প্রবেশ।

১ম সৈন্য। মহারাজ। এখানে নতমস্তকে রোদন কচ্ছেন।
(রাজার প্রতি) মহারাজ ! দীন সৈন্য মোরা।
ব্যথিত হৃদয় প্রভু হেরিয়া রোদন।
ত্যজ শোক দৈত্যপতি,—চল যাই রণে।
রক্তবীজ রক্ত শোধ লইব নিশ্চিত,
অবশ্য হইব জয়ী। মহা-মায়াবিনী—
তীক্ষ্ণ অস্ত্র করে—ভেটিব সমরে,
মহারাজ সহায় মোদের,
বিলম্ব না সয় প্রভু !
চল—ত্যজি শোক।

শুম্ভ। না, না, শোক দুঃখ আর না করিব
কোথা ! কোথা ! কোথা সেই
মহা-অরি কৌমারী শ্যামাঙ্গী ?
—অহো ! নাহি আর শ্যাম অঙ্গ
—রক্ত ! রক্ত ! রক্তবর্ণ !!
রুধিরের ধারা ! রক্ত চতুর্দ্দিক !
মার্ মার্, কাট্ কাট্,—লালবর্ণ !

এস, এস, শত খণ্ডে খণ্ড করি,—করি-শ্বেতকায়।

[শুম্ভে অস্ত্রাঘাত

না, না,—লাগিল না কায়,
ঐ,—ঐ যায়, ছুটিয়া পালায়।
চরণে নূপুর বাজে;
এস,—শীঘ্র সংহারিব গদার আঘাতে।

[সৈন্যসহ বেগে প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—মরুভূমি]

গদা হস্তে ধীরে ধীরে রাজা শুম্ভের প্রবেশ।

রাজা। এ কি, এসেছি কোথায়?
হেথা কোথা কপালিনী?
মরুভূমে মরীচিকা, জন-প্রাণিহীন
তৃষ্ণায় আকুল প্রাণ।
বিন্দু বারি—কোথাও না হেরি;
তৃষানলে ছার্‌খার্ হোক্ হৃদি কক্ষ।
ঐ,—ঐ আসে। কোথা শুনি নূপুর-গুঞ্জন!
না,—না,—অস্ত্র ঝন্‌ঝনি,
ঐ আসে,—ঐ আসে,—রক্তবস্ত্র পরিধানা
বালার্ক-সদৃশী তনু—

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরা।
মার্ মার্ মার্ মহামায়া

[গদা হস্তে বেগে প্রস্থান

সশস্ত্র সৈন্যগণের প্রবেশ।

সৈন্যগণ। মার্ কাট্, মার্ কাট্, দে হানা, দে হানা।

[পরস্পর অস্ত্রাঘাত করিতে করিতে প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—গভীর অরণ্য, প্রকৃতি সন্ধ্যা]।

শরযোজিত ধনু হস্তে ধীরে ধীরে রাজা শুম্ভের প্রবেশ

শুম্ভ। অদ্ভুত, অদ্ভুত,
সকলি অদ্ভুত!
ছিল স্থান মরুময়
নিমিষে মিলায়
ভোজ বাজী প্রায়,
গভীর অরণ্য পুনঃ;
বিকট গর্জ্জনধ্বনি—কম্পান্বিত বনভূমি;
ঐ আসে, ভয়ঙ্করী বারাহী-রূপিণী,
দন্তাঘাতে বিদারী মেদিনী
খণ্ড খণ্ড করি ক্ষীতিতল।

শরে করি শত শত ছিদ্র,
বিনাশিব বিকটা দেহীরে। [ঘন ঘন শর ত্যাগ

[মহামায়ার বারাহী মূর্ত্তিতে প্রবেশ ও অন্তর্ধান]।

শুম্ভ। ঐ, ঐ উঠে, মহাশূন্যে ধায়,
কোমল চরণ ঐ শোভিত নূপুরে ;
কাট্, কাট্. কোমল চরণ,
অলক্ত রঞ্জিত পদ—পাড়্ ভূমিতলে।

[বেগে প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—প্রান্তর, কাল দ্বিপ্রহর]।

রাজা শুম্ভের ও সৈন্যগণের প্রবেশ।

রাজা। লুকাইল বারাহী আকার,
নাহি সন্ধ্যা—গহন কানন আর,
প্রচণ্ড, মার্ত্তণ্ড তেজে দীপ্ত সমুদয় ;
(সিংহার গর্জ্জন) ঐ শুন, ঐ শুন, ভীষণ গর্জ্জন।

১ম সৈন্য। সত্য মহারাজ, ইহা সিংহীর নিনাদ ;
শূন্য চারিধার, কোথাও না দেখি কিছু।

রাজা। (ঊর্দ্ধে দেখিয়া)
ঐ দেখ, ঐ দেখ, অনন্ত আকাশে,

ঐ দেখ, নারসিংহী - আধ নারী দেহ ;
ঊর্দ্ধ সিংহীকায়,—লাগে চমৎকার,
তেজোহীন দিবাকর, কেশর প্রভায়—
তিলে—তিলে, বাড়ে সিংহী ভীষণ আকারে।
নিমিষে নিমিষে দেখ অতি মহাকায়,
হের ক্রোধে রক্তবর্ণ আঁখি ;
বিশ্ব-গ্রাসে : দেখি—
মহাক্রোধে সংহারিতে আসিছে আমায়।
তীক্ষ্ণ শরে নাশ ! নাশ !!
নারসিংহী—মহামায়া !

[সৈন্যসহ ঘন ঘন শরাঘাত

[নারসিংহী রূপের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান]

রাজা। পলায়, পলায়—ঐ যায়, ঐ যায়—
অতিবেগে ছুটে যায় অনন্তে মিশিতে।
মার্, মার্, কাট্, কাট্—নারসিংহীকায়।

[সৈন্যসহ শরধনু হস্তে বেগে প্রস্থান

দৃশ্য—কুসুম কানন

জয়া বিজয়া সহ মহামায়া।

জয়া। মা ! মোহে অন্ধ দৈত্যগণ—
ধন মদে মত্ত সদা,
হিতাহিত জ্ঞান তাহে স্থান নাহি পায়।
ফণি-শিরোমণি—করিয়া কামনা

প্রাণ দেয় জনে জনে,
বিবিক্ষু পতঙ্গ যথা অনল সঙ্গমে।

মহামায়া। জয়া ! অবিদ্যা প্রভাবে অন্ধ,
মুগ্ধ দৈত্যগণ।
ভক্ত বিনা নাহি রয় ধরণীর শোভা ;
যুগে যুগে রঙ্গে,—খেলি ভক্ত সঙ্গে
আকর্ষিতে ভক্তি-পথে কায় মন প্রাণ।
'ত্যাগ,' 'যোগ,' এক সাথে সংসার নিয়ম ;
—অনিয়ম, প্রচণ্ড আকারে ঘেরিয়াছে সব দিক্।
জগত-আধার প্রভু দেব জগন্নাথ
—কভু তাঁকে না করে স্মরণ ;
"অহং-কর্ত্তা", এই মতে রত দৃঢ়তর।
মায়ার প্রভাবে,—মোহ করিবারে দূর,
খেলি আমি হেন খেলা, আপদনাশিনী।

(নিশুম্ভের প্রবেশ।)

নিশুম্ভ। কই ! হেথা কোথা মহারাজ শুম্ভ,
আহা ! তীক্ষ্ণ অস্ত্র করে
উন্মত্তের প্রায়
লক্ষ্যহীন, চতুর্দ্দিকে ধায়—
মুখে শব্দ শুধু মার্ মার্॥
ত্রিভুবন একচ্ছত্র রাজত্ব যাঁহার
ইচ্ছামাত্র হয় সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদিত ;

মহারথ শূরগণ ছিল পার্শ্বচর,
হায়! হায়! তিনি আজি পথের ভিখারী!
মণিময় পালঙ্কেতে সুখেতে শয়ান,
সুশোভনা নারীগণে সেবিত চরণ,
অপ্সরা কিন্নরী গীতে নিদ্রা, জাগরণ,
প্রেমের মত্ততা হেতু সব বিলোপন?
ধন্য প্রেম সাধ! ধন্য প্রেম তুমি!
রাজ্যেশ্বরে করিয়াছ আত্মস্থান চ্যুত।

(স্বগতঃ বিস্ময়ে) এ কি? এই ত সেই মহামায়া!
অমিত বিক্রমে যত শূরগণে নাশি,
অলস, বিলাসরত, কুসুম কাননে
—সরলা কৌমারী রূপে,
রঙ্গে সখি সহ।
ধন্য নারী,—ধন্য তোর মোহিনী শকতি!

(প্রকাশ্যে) মহামায়া! দেখেছ কি রাজারে মোদের?
কহ সত্য—সত্য করি
রাখিয়াছ লুকায়ে কোথায়?

মহামায়া। মহাশয়! মহারাজ-তত্ত্ব আমি নহি অবগত,
মহানন্দে সখি সহ যাপিতেছি দিন॥

নিশুম্ভ। নয়নে ঢালিয়া তার রূপ মদালস
অধীর করিয়া প্রাণ, প্রাণ-হন্ত্রী ঐ—
'আত্ম'-সুখে দাঁড়াইয়া 'আনন্দ'-প্রতিমা

'আত্ম'-ভাবে মগ্ন দিবানিশি।
ধিক্ ! তোরে 'অচিন্ত্য-রূপিনী,'
শত শত ধিক্ তোর—পাষাণ হৃদয়ে,
কোটি কোটি ধিক্ তোর মায়ার লীলায় ॥
কিন্তু স্থির জেন মনে
পড়িয়াছ আজি তুমি নিশুম্ভ সম্মুখে।
জিজ্ঞাসি তোমায় ; কহ সত্য করি
যাবে কিনা মোর সাথে
ভজিতে রাজায় ?

মহামায়া। জানায়েছি মহারাজে করিয়া মিনতি
বিনা যুদ্ধ জয়ে তাঁর না হইব দাসী।

নিশুম্ভ। আজি তোর ঘুচাইব
সব যুদ্ধ সাধ।
মহামায়া ! পুনরপি সুধাই তোমায়
মহারাজে যদি তব নাহি প্রীতি হয়
বর-মাল্য দেহ মোর গলে,
বীর শুম্ভ ভ্রাতা আমি,—অজেয় নিশুম্ভ !

মহামায়া। করিয়াছি পণ দৃঢ়তর
অগ্রে মম সহ রণে, হও রণজয়ী
বিজয় কুসুমমাল্য দিব কণ্ঠে তব ॥

জয়া। মা ! বামন হইয়া যাচে অকলঙ্ক শশী,
হেন স্পর্দ্ধা কোন গুণে ধরে দৈত্যগণ ?

মহামায়া। জগত সন্তান মোর ;
নিয়ত যাচিছে মোরে নানা-মত ভাবে ;
দাস্য, সখ্য, প্রেমভাব মধুর মুরতি;
নাহি স্থান অসুর হৃদয়ে ;
সর্ব্বক্ষণ অরিরূপে ভজে দৈত্যগণ ॥

নিশুম্ভ। নাহি চাহি সখ্য ভাব ; কুসুমের মালা,
জিঘাংসা যাতনা জ্বালা ; সত্য অরি তুই
ধর্ অস্ত্র যাহা ইচ্ছা চিতে,
শীঘ্র মোরে দেহ রণ (অসি নিষ্কাষণ পূর্ব্বক
বিলম্ব না সহে আর।
সর্ব্বনাশি ! ঘুচাইব আজি তোর
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের খেলা ॥
রাক্ষসি ! রক্তবীজ-নাশিনি,
চণ্ড মুণ্ড ঘাতিনি—ভয়ঙ্করি !
সখি সহ—হও খণ্ড খণ্ড।

(ক্রোধে অস্ত্রাঘাত, মহামায়ার সখিসহ অন্তর্ধান)

নিশুম্ভ। ঐ ! ঐ যায় ! ঐ ধরি রূপ চতুর্ভুজা
গজসিংহ আরোহণে
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে ;
কাট্, কাট্ চতুর্ভুজা, মার্ মার্
মহামায়া।

[বেগে প্রস্থান

(সৈন্যগণের প্রবেশ ও মার্ মার্ কাট্ কাট্
করিতে করিতে প্রস্থান।)

দৃশ্য—গঙ্গা

প্রকৃতি উষাকাল।

গদা স্কন্ধে ধীরে ধীরে রাজা শুম্ভের প্রবেশ।

রাজা। আস্তে! আস্তে! অতি ধীরে, ধীরে,
রক্ত; ঐ রক্তবর্ণ ভাতিল গগনকোলে
—সহ জ্যোতিঃ-প্রভা।
অখণ্ড মণ্ডলাকারে ব্যাপ্ত চরাচর;
দীপ্ত সমুদয়।
অণু পরমাণু বেষ্টিত, জীবন্ত রূপিণী॥
দূরে, অতি দূরে
পরশ নাহিক পাই।
স্নেহ, প্রেম, বিবর্জ্জিত মর্ম্মাহত আমি॥
অহো কোথা?—কোথা সেই
সর্ব্বগ্রাসী 'মায়া'?
(উচ্চকণ্ঠে) কোথা কোথা তুই, সর্ব্বনাশি!
আয় কাছে আয় শীঘ্রগতি
আনন্দে নাশিব আজি প্রাণের উল্লাসে॥

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

সৈন্যগণ। অগ্নি! অগ্নি! চতুর্দ্দিক দেখি অগ্নিময়;
গেলুম, গেলুম—পুড়ে মলুম, পুড়ে মলুম,
মহারাজ রক্ষা কর, মহারাজ রক্ষা কর।

[সৈন্যগণের পতন ও মৃত্যু

রাজা। এ্যকি দেখি ! সব সৈন্য হারাইল প্রাণ !
কোথাও নাহিক কেহ
অলক্ষিতে মৃত্যু আসি নাশিল সকলে !
মৃত্যু ! মৃত্যু !—মৃত্যু'ও কি সেই মায়াবিনী ?
(ক্রোধে) যাক্ বিশ্ব মৃত্যুমুখে, কি ক্ষতি আমার।
(দন্তে দন্তে ঘর্ষণপূর্ব্বক) কিছু নাহি চাহি আর,
শুধু, শুধু, একবার,—একবার অসি মুখে !
—এ সময় কোথারে নিশুম্ভ
কোথা তুই ! আছি মাত্র মোরা দুই ভাই,
—আয় হেথা, দুই বীরে বিনাশিব দুষ্টা কপালিনী
(উর্দ্ধে বহু কণ্ঠে) মার্, মার্, কাট্, কাট্
(অস্ত্র ঝণ ঝণা শব্দ) সর্ব্বনাশ ! সর্ব্বনাশ !

(নিশুম্ভ হত, নিশুম্ভ হত ধ্বনি, শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদ ও
নিশুম্ভের ছিন্ন মুণ্ড ৺গঙ্গা বক্ষে পতিত এবং
পুষ্প বৃষ্টি)

শুম্ভ। (ক্রোধে, বিস্ময়ে, দুঃখে) হত ! হত ! নিশুম্ভ হত !
সত্য ! সত্য !
ঐ—ঐ দেখি নিশুম্ভের ছিন্ন মুণ্ড ;
ঐ ভেসে যায়। হায়! হায় !—
ভুবন-বিজয়ী বীর হয়েছে বিনাশ,
সর্ব্বনাশ ! সর্ব্বনাশী—করিল সংহার !

(ধীরে ধীরে মহামায়ার মৎস্যরূপে গঙ্গাবক্ষে আবির্ভাব)

(মৎস্যরূপা দর্শনে বিস্ময়ে)

ঐঁ ! ঐ ! ছিন্ন মুণ্ড গঙ্গা বক্ষে হ'ল নিমগণ ;
একি ! একি দেখি !
নীল-নলিনীসমা—ফুল্ল বরাননা,
মৎস-পুচ্ছ-চরণ নেহারি—
তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসে— উল্লাসে ভামিনী।
সর্ব্বনাশী ! নিশুম্ভ ঘাতিনী ! ভয়ঙ্করী !
ধরিয়াছে—অর্দ্ধ-মৎস্য কায় ;
আয়—এই গদাঘাতে আজি
নাশি তোর মৎস্যরূপী-দেহ।

(গঙ্গাবক্ষে গদাঘাত মৎস্যরূপার অন্তর্ধান)

রাজা। (হতাশভাবে) লুকাইল বহুরূপা নারী !
কি বা যশ আছে তায় ?
সম্মুখ সমরে—তীক্ষ্ণ অসি করে,
জাগ্রত আকারে পঞ্চভূতাত্মিকা
কায়া ল'য়ে—আসি দেখা বীরপণা তোর ;
—তবে মানি সত্য বীরাঙ্গণা।
নতুবা 'অঙ্গনা' তোরে কেবা গণ্য করে ?

(গঙ্গার তীর দিয়া দেবী কূর্ম্মরূপার প্রবেশ)

রাজা। (হাস্য সহকারে) ভাল ! ধরিয়াছ ভাল
কূর্ম্মরূপ ! বিনাশের সহজ উপায় ;

হায় হায়, ভ্রাতৃ-শোকে প্রাণ জ্বলে যায়
শতধা বিদীর্ণ বক্ষ মোর,
—মায়া করে মোরে প্রবঞ্চনা !
মহা মায়াবিনী !
আয়, গদা-ঘাতে, আজি চূর্ণ করি
কুর্ম্মকায়, নিবাই প্রাণের জ্বালা।

(বেগে গদাঘাত ; কুর্ম্মারূপার অন্তর্দ্ধান)

রাজা। মার্ মার্, পলায় পলায়
ঐ নিশুম্ভ-ঘাতিনী অনন্ত-রূপিণী,
অনন্ত ! মহান্ ! বিরাট্ !

[বেগে প্রস্থান।

———

পঞ্চমাঙ্ক।

দৃশ্য—হিমালয় পর্ব্বত

দেববালাগণের সঙ্গীত।

দেব বালাগণ।

গীত

নিখিল বিশ্ব প্রেমের রঙ্গে
তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়ে যায় ;
কে কোথাগ হাসে
কে কোথায় কাঁদে
কে কোথায় ভাসে
ডুবে বা তায়।
মনে মনে বাঁধা
নাহি রয় ধাঁধা,
বাঁধা আছে সদা অনন্ত কায়।
জল, স্থল, অনল, অনিল,
যে মহা মিলনে প্রকাশ পায় ;
শঙ্কর শঙ্করী
বহু রূপ ধরি
বহুনামে, বহুরূপে, নিয়তি ছড়ায়।

ক্ষুদ্র আধারে
বিরাট আকারে
মহা প্রেমানন্দ সতত গায়
নিত্য, সত্য,
অখণ্ড, অনন্ত
'আনন্দ' নিয়ত - বিরাজ যায়।
জয়, জয়, জয়,
মঙ্গলময়
আনত প্রণত তাঁহার পায়॥

(প্রণামকরতঃ)

(দেববালাগণের প্রস্থান)

(গদাস্কন্ধে রাজা শুম্ভ)

রাজা। নির্ম্মূল দানবকুল!—এক আছি আমি
আর সব শয়ান শ্মশানে—।
হেরিলাম কত রূপ—বিকট মধুর,
'দেহী,'— পুনঃ হয় নিরাকারা!
চমৎকার! উপমার নাহিক তুলনা॥
ফিরিতেছি অনুক্ষণ রূপের সংহারে,
না পারি ধরিতে সেই মহামায়াবিনী।
ক্লান্ত বুঝি কপালিনী করিয়া সংগ্রাম
কিম্বা মিটিয়াছে ক্ষুধা নিশুম্ভে সংহারি,
সে কারণ নাহি আসে সংহার কারণ—

[রাজার পশ্চাৎ দিয়া মহামায়ার ত্রস্তে গমন

রাজা। (সচকিতে) কে যায়? কেবা এসেছিল?
রমণী বলিয়া ভ্রম হতেছে আমার।

(পুনরায় পশ্চাৎ দিয়া গমন)

রাজা। এ কি? ছায়া! না নারী!
সঙ্কুচিত দ্রুত পদে করিল গমন
মোর ঠাঁই কিবা আছে কাজ?
কর্ম্ম মোর আর নাহি কিছু
হইয়াছে অবসান সব;
মৃত্যুর আশায় শুধু আছি দাঁড়াইয়া।

[রাজার সম্মুখীন হইয়া ত্রস্তে পশ্চাৎ হাটিয়া গমন

রাজা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! কুলনারী সম!
মোর কাছে যেন কিছু অতি প্রয়োজন,
লজ্জাবশে কিন্তু নাহি হয় সম্মুখীন।
কিবা চায় মোর ঠাঁই? অবশ্য দানিব।
যদ্যপি অসুরকুল হয়েছে নির্ম্মূল
তথাপিও আছি আমি ত্রিভুবন-পতি।
(উচ্চৈঃস্বরে) কে গো তুমি যাইতেছ ফিরে বার বার?
নির্ভয়ে দাঁড়াও আসি সম্মুখে আমার;
থাকে প্রয়োজন, করহ জ্ঞাপন মোরে
সাধন করিব কার্য্য কহি প্রাণপণে!
ত্রিভুবন রাজ্য মোর অতি দীন আমি।

(কৌমারীবেশে মহামায়ার প্রবেশ)

মহামায়া। 'মহারাজ! আসিয়াছি আমি।

রাজা। (বিস্ময়ে) তুমি! তুমি—!
আসিয়াছ—তুমি!
পুনঃ কেন আসিয়াছ তুমি?

মহামায়া। রাজন্! দিবা নিশি শয়নে স্বপনে
যাচিতেছ মম দরশন
—সে কারণ আসিয়াছি আমি।

রাজা। সত্য—তব মাগি দরশন,
কিন্তু মোর নাহি আর—কোন ভোগ আশা,
জিঘাংসা প্রকৃতি শুধু;
যাচি তোমা সম্মুখ সংগ্রামে।

মহামায়া। অবশ্য করিব রণ;
কিন্তু মনে কর, দৈত্যপতি!
অতি অল্প আগে তুমি বদ্ধ প্রতিজ্ঞায়
পূরণ করিতে মোর সকল বাসনা।
দরশনে কেন পুনঃ হও বিস্মরণ?

রাজা। নহে মম কিছু বিস্মরণ,
জ্বলিছে প্রতিজ্ঞা হৃদে—জ্বলন্ত অক্ষরে
আত্মহারা তাহে সদা বিস্মৃতি সাগরে;
প্রতি পলে,—মর্ম্মে মর্ম্মে তুমি বিরাজিত,
'এক' তুমি—সর্ব্বব্যাপ্ত হয়েছ আমার।

কহ তব কিবা প্রয়োজন ?
করিব পালন তাহা।

মহামায়া। 'স্বর্গ'-রাজ্য দেহ দেবতায়,
সাধনার লীলাভূমি —'মর্ত্ত' মানবের,
'রসাতল', দৈত্য অধিকার,
স্বজন আত্মীয় সহ করহ গমন ;
পাতাল পুরের শূর তুমি অধিকারী।

রাজা। ধন্য ! ধন্য তুমি নারী—!
ছলে বলে সুকৌশলে
স্বকার্য্য উদ্ধার
জীবনের সার ব্রত তব।
হউক তোমার ইচ্ছা নিয়ত পুরণ।
দিব ত্রিভুবন ছাড়ি তোমার ইচ্ছায় ;
কিন্তু তুমি এক ভিক্ষা দেহ আজি মোরে
সত্য তুমি বীরাঙ্গনা নারী শিরোমণি,
মহারথ শূরগণে করিয়াছ নাশ,
প্রাণের দোসর ভাই নিশুম্ভ সুধীর
শান্তি লভিয়াছে শূর প্রাণ বিসর্জ্জনে ;
শুধু আমি এক—মাত্র, রয়েছি জীবিত
প্রাণের মমতা বিন্দু নাহিক আমার॥
জ্বলে প্রাণ ভ্রাতার নিধনে
প্রতিহিংসা জ্বালা তায় বাড়ে চতুর্গুণ

তাহে দগ্ধ হই সর্ব্বক্ষণ,
নির্ব্বাণ করহ অগ্নি—আলিঙ্গন দানে ॥

মহামায়া। সত্য তোরে দিব ঠাঁই স্নেহের বক্ষেতে ;
প্রিয় ভক্ত দাস তুমি—দ্বারী "জয়" শুম্ভ।
ভক্তের কারণ—মোর খেলা এ সংসারে।
সুখ দুঃখ ভোগ তব হয়েছে নির্ব্বাণ ;
জিঘাংসা প্রকৃতি—করি ভস্মে পরিণত,
'শুদ্ধ সত্ত্ব' লব কোলে করি ॥

রাজা। এস,—তবে এস,—কাছে ? এস বক্ষে মোর
দাবাগ্নি শীতল কর অমিয় পরশে ॥

[হস্ত প্রসারণ করিয়া মহামায়াকে ধরিতে উদ্যত পশ্চাৎ হটিয়া মহামায়া

মহামায়া। মহারাজ !—ভুলেছ কি প্রতিজ্ঞা আমার ?
দেহ যুদ্ধ,—জয় কর মোরে
অবশ্য হইব তব অঙ্ক সুশোভিনী ॥

শুম্ভ। ভোল নাই প্রতিজ্ঞা—রাক্ষসি !
বার বার মম চক্ষে ঢালি 'মোহ' ধারা
কোমল মধুর রূপে মন হর সুখে ॥
না—না, আর না সহিতে পারি
তোর ছলে নাহি ভুলি আর।
সর্ব্বনাশি—! রাক্ষসি—!
আয় চূর্ণ করি তোর সুকোমল তনু !

(রাগে মহামায়ার বক্ষে গদাঘাত

মহামায়া। (ঈষৎ হাসিয়া) মহারাজ! খোল 'জ্ঞান' আঁখি,
দানব প্রকৃতি ল'য়ে—কেবা ভ্রম 'তুমি,'
'দিব্য' চক্ষে নেহার সকল ॥

শুম্ভ। রাখ তব উপদেশ ছটা
হয় নাই অন্ধ দুনয়ন;
কিম্বা হায়, জ্ঞান হারা আমি ॥
কিন্তু আমি সুধাই তোমায়
তুমি কিরে হও হাসি রাশি?
কিম্বা তুমি হাহাকার শুধু কান্নাময়
জনম মরণ মাঝে আচ্ছন্ন সতত?
সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব, কিম্বা হও শান্তিধারা?
অথবা "নিয়তি" তুমি সর্ব্ব-'গুণ'-ময়ী?
স্থূল সূক্ষ্ম কারণের অনাদি কারণ?
অজর অমর কিবা অনন্ত বিরাট?
নির্গুণ "অক্ষর" বুঝি হও নিরাকারা!
কহ দেবী কোন্—ধারা প্রকাশ আমায়?

মহামায়া। দানবীয় শক্তি যত করিবে হরণ
'বিদ্যার' পরশে করি 'অবিদ্যা' বিনাশ।
বৃথা চিন্তা নাহি কর আর
ধর অস্ত্র দেহ যুদ্ধ মোরে
আসিয়াছি সংগ্রাম কারণ।

শুম্ভ স্বগতঃ। এইবার মিটাইব সমরের সাধ

মহাশূন্যে লয়ে যাব অনন্ত 'প্রকৃতি'
—এক বার যদি দেয় ধরা ॥

(প্রকাশ্যে) মহামায়া ! দেহ মোরে অস্ত্র একখান
তব সহ গদা যুদ্ধ নহেত উচিত ॥

মহামায়া। ধর তবে মহা অস্ত্র করে

(অসি অর্পণ করিতে হস্ত প্রসারিত)

শুম্ভ। দেহ মোরে ॥

(তরবারি সহ মহামায়ার হস্ত ধারণ করিয়া)

বহু যুগ করিয়া কামনা
ধরিয়াছি তোরে লো ললনা—
জীবন মরণ সাথে—করিব বন্ধন
আর তোরে না ছাড়িব কভু ॥
এস যাই মহাশূন্যে লইয়া তোমায় ॥

[শক্তিকে লইয়া শুম্ভের উর্দ্ধপথে প্রস্থান

জ্ঞানরূপী বশিষ্ঠ ও ভক্তিরূপী নারদের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। ত্রিজগতে অবারিত গতি তব,
ওহে ভক্ত-চূড়ামণি মহামুনি,
কহ কোথা মহাদেবী শুম্ভ সহ রণে ?
প্রকাশিত "হ্লাদিনী" হৃদয়ে তোমার,
সর্ব্বশক্তি মূলাধারে সতত বিরাজ,
নিয়ত কামনা মোর, শ্রবণ বিবরে
শুনিবারে শক্তিলীলা—অনন্ত প্রকৃতি ॥

নারদ। জ্ঞান চক্ষু সতত বিকাশ তব ;
বিশ্ব প্রকাশিত যাঁর নয়নে নিয়ত
ক্ষুদ্র আমি কি প্রকাশ করিব তাঁহায়,
মধুর প্রশ্নেতে তব আনন্দ অপার ;
শক্তিলীলা যাহা কিছু করি প্রকাশিত
তোমার প্রসাদে বলি,—শুন ঋষিবর ॥
ঐ দেখ মহাশূন্যে অদ্ভুত সমর,
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দুই আকার সুন্দর
বিদ্যা অবিদ্যার খেলা গগন বিস্তারি ॥
জলে, স্থলে, মহাশূন্যে অনলে অনিলে,
সমকালে দ্বন্দ্ব দুই ঘেরি সর্ব্বস্থান
হ্রাস, বৃদ্ধি ক্রম ভাবে সংসার নিয়ম ;
হ'লে ব্যতিক্রম
সমতা স্থাপন হেতু রঙ্গ যুগে যুগে ॥
মহাশক্তি দৈত্য-শক্তি করি তেজোহীন
ঐ দেখ ফেলিছেন ধরণী উপরে ;
তারা সম খ'সে শূর
শুম্ভ বীরবর—
ধেয়ে আসে মৃত্যুর সংগ্রামে।
উচিত না হয় হেথা রহিতে এক্ষণে
চল দোঁহে অন্তরালে করি অবস্থান ॥

[উল্কার ন্যায় আলোক প্রতিভাত ; উভয়ের প্রস্থান।

(উন্মুক্ত তরবারি হস্তে শুম্ভের প্রবেশ।)

শুম্ভ। 'বহু রূপা 'অনন্ত প্রকৃতি'—
যদি নাহি পাই অন্ত কভু তার
—কি ক্ষতি আমার!
দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী—বীর শুম্ভ আমি,
ত্রিভুবনে নাহি ভয় কাহারও সম্মুখে।

(উচ্চৈঃস্বরে)

কোথা লুকাইলি, আয় কাছে
আয় রণাঙ্গনা॥
গজ, সিংহ, যেবা রূপ হয় মনোমত,
মহা ঘোর অন্ধকার—কিংবা দ্বিপ্রহর,
ভুলোক দ্যুলোক করি—উদ্ভাসিত তেজে
সন্ধ্যা কিম্বা ঊষাকালে করিয়া সৃজন,
শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কিম্বা শরৎ প্রচারি,
অথবা বসন্তকালে বাসন্তী রূপিনী
দশভুজ, অষ্টভুজ, কিংবা চতুর্ভুজে,
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, ধরি প্রহরণ
আসি দেহ মোরে রণ,
প্রাণ পণ প্রতিজ্ঞা আমার॥

(মহামায়া শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীরূপে, দুই পার্শ্বে নারদ ও বশিষ্ঠ সহ প্রকাশিত)।

শুম্ভ। সুন্দর,—অতি সুন্দর,—অতি চমৎকার,

ভূলোক দ্যুলোক, আহা !—তেজে তেজোময় ।
নাহি আর অন্ধকার লেশ
কাটিয়াছে মোহের বিকার ॥
কিন্তু নিশ্চয়,
নিশ্চয় করিব রক্ষা প্রতিজ্ঞা আমার ॥

(মহামায়ার প্রতি)

মহামায়া ! আজি তোর পুরাব বাসনা,
রুধির পিপাসা আজি মিটাব তোমার ;
কর অস্ত্র সম্বরণ, কত বল্ ধর আজি
দেখা চতুর্ভুজে ॥

(মহা বেগে মহামায়াকে অস্ত্রাঘাত)

শুম্ভ । বিফল অস্ত্রের খেলা ! সকলি বিফল !
অনিত্য,—অনিত্য সকল ;
আহা—আহা – কিবা রূপ, অনন্ত প্রকৃতি ;
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চতুর্ভুজে,
নাহি হিংসা শোকতাপ প্রফুল্ল আনন,
অধরে মধুর হাসি ! 'লীলা' খেলা ছল,
নয়ন আনন্দময় 'আত্ম'-দরশনে ।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপিনী
চিণ্ময়ী মৃণ্ময়ী রূপা—সর্ব্ববীজ-ভূতা
সুরাসুর যক্ষো রক্ষে আনন্দে পূজিতা ;
বিরাজিতা সর্ব্বভূত মাঝে ।

. সর্ব্বশক্তি মহাশক্তি অনন্ত আকারে।

অহো! কি করি, কি করি!

দৈত্যকুল সমূলে নির্ম্মূল, কেমনে বিনাশি অরি!

(উচ্চৈঃস্বরে)

কে কোথা আছ সৈন্যগণ,

এস শীঘ্র ধর প্রহরণ, মহাবেগে মার মহামায়া।

(সৈন্যগণের প্রবেশ ও শ্রীজগদ্ধাত্রীকে প্রদক্ষিণ ও অস্ত্রাঘাত।)

শুম্ভ। মার্ মার্, কাট্ কাট্, কাট্ মহামায়া।

(তরবারি দ্বারা মহামায়াকে আঘাত; শুম্ভ ও দৈত্যগণের পতন ও মৃত্যু। শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য ও পুষ্প বৃষ্টি।)

মহামুনি মার্কণ্ডেয়, নারদ, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, কুবের, দিকপালগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দেবতাগণ, ব্রাহ্মণগণ, মুনিপত্নী ও ব্রাহ্মণীগণ, অপ্সরা ও কিন্নরীগণের

প্রবেশ ও স্তব

স্তব।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যা দেবী সর্ব্ব-ভূতেষু শক্তি রূপেন সংস্থিতা,

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু সৃষ্টিরূপেন সংস্থিতা

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্থিতিরূপেন সংস্থিতা

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লয় রূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভক্তিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জ্ঞান রূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মুক্তিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মেধা রূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিদ্যা রূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু ধৃতিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষমারূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জয়ারূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো দেবী মহামায়ে নমো মহাযোগেশ্বরি,
অনন্ত প্রকৃতিরূপা পূজিতাচ চরাচরৈঃ
জীবস্য জীবনীশক্তি আনন্দ রূপ-ধারিণী
সাবিত্রী গায়ত্রী মাতা সতী লক্ষ্মী হরিপ্রিয়া।
নমো আদ্যাশক্তি দেবি, শুদ্ধা-ভক্তি-প্রদায়িনী,
সুখদা বরদা মাতঃ প্রপন্নানাং প্রসীদত।

নারদ। মাগো ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী জগজ্জননী নারায়ণী, তোর অনন্ত লীলা! ধর্ম্ম-স্থাপনা হেতু তুমি বহুরূপে আবির্ভূতা। আমরা তোমার মহিমা কি বুঝিতে পারি! মা অভয়ে! নিজগুণে তোমার অভয় চরণে জবা গ্রহণ কর।

(জবা প্রদান)

অপ্সরী কিন্নরীগণের নৃত্যগীত

গীত

রাঙ্গা জবায় সাজলো ভাল
　　মায়ের রাঙ্গা চরণ দুটি
যে চরণে ত্রিভুবন, স্বয়ং বিশ্বনাথ
　　পড়েন লুটি।
অমৃত বরষে সলিল ধারা
ভাতিল, হাসিল, মলিন ধরা
ছুটিল মলয়া—পাগল পারা
　　আনন্দে জগত উঠিল ফুটি।
হয়ে দীন হীন, মুদি দুনয়ন
হের ত্রিনয়না অনন্ত কারণ
জন্ম মৃত্যুঞ্জয়ী ও রাঙ্গা চরণ
　　আদরে হৃদয়ে ধরেগো দুটি॥

মার্কণ্ডেয়। সর্ব্ব মঙ্গল মাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে,
　　শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি, নারায়ণি নমস্তুতে।

যবনিকা পতন।